



# তত্ত্বগিয়ার্কে নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)র প্রকাশনা  
৪৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি.



# শোকাবহ আগস্ট



ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যে কোনো লেখা ই-মেইলে [iebnews48@gmail.com](mailto:iebnews48@gmail.com) পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু  
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি  
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ



## সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি



- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন :** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক :** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ :** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক :** তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপন্নন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি :** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব :** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন :** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ :** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব :** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার :** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম :** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম :** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।



আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

# সম্পাদকীয়

মহান মুক্তিযুদ্ধের অনির্বাণ চেতনায় প্রণোদিত আইইবি'র বর্তমান নেতৃবৃন্দ সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী নেতৃত্বের মাধ্যমে আইইবি'কে দেশের প্রকৌশলী সমাজের প্রাণের ও প্রেরণার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ। বহুমাত্রিক সৃজনশীল কর্মযজ্ঞের জন্যে ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৫ আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঘাতকচক্র শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটতে পারেনি। স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিরোধী চক্র এখনও দেশে-বিদেশে নানা ভাবে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই অপশক্তির যে কোনো ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে দেশের প্রকৌশলী সমাজ সর্বদা কর্মতৎপর থাকবেন বলে আশা করি।

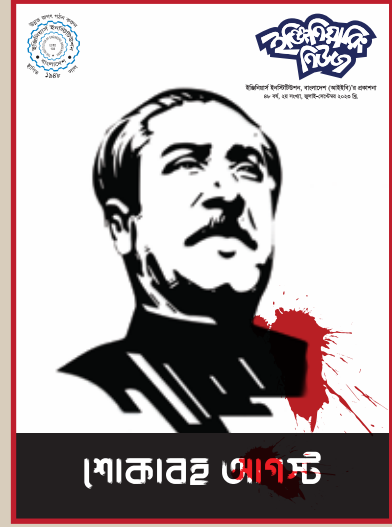
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ বর্তমান সংখ্যাটি জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা হিসেবে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক লেখা স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা “কারাগারের রোজনামা” বইয়ের কিছু অংশ বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। যা পাঠকদের ভালো লাগবে বলে প্রত্যাশা করি। বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অবস্থা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক নিবন্ধ চলতি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের নানা কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৌশলী সমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও সদর দফতর, কেন্দ্র-উপকেন্দ্রের সংবাদ রয়েছে। আশা করি এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,  
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।  
আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ,  
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০  
থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]



## সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার

সম্পাদক

প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু

সম্পাদকমণ্ডলী

প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী

প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান

প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন

প্রকৌশলী কামরুজ্জামান (রিংকু)

প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মহশিউল ইসলাম (আদনান)

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. ও প্রকা.)

মো. জসীম উদ্দীন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)

শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

সহকারী (গ্রাফিক্স ডিজাইন)

মো. আরাফাত মিয়া

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ

ইমেইল : iebnews48@gmail.com

(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর

রমনা, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-২২৩৩৮৯৮৫, ০২-২২৩৩৮৭৮৬০

ফ্যাক্স : ০২২২৩৩৮২৪৪৭

এই

সংখ্যা



কারাগারের রোজনামা থেকে সংকলিত



ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)  
এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি



প্রকৌশল বিশ্বে সক্রটিস : জেআরসি



বিদ্যুৎখাতে টেকসই উন্নয়ন



বিসিএস, ভারতের চন্দ্রযান ও আমাদের স্পারসো



Renewable Energy



ভিশন ২০৪১: ১৬ কোটি মানুষের স্বপ্ন ও আশা



## কারাগারের রোজনামচা থেকে সংকলিত শেখ মুজিবুর রহমান

**সকালে** ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম রাত্রে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে। কয়েদিরা, সিপাহিরা আলোচনা করছে। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বুঝতে বাকি রইল না আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে এসেছে, এই জুনের হরতালকে বানচাল করার জন্য। অসীম ক্ষমতার মালিক সরকার সবই পারেন। এত জনপ্রিয় সরকার তাহলে গ্রেপ্তার শুরু করেছেন কেন! পোস্টার লাগালে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, মাইক্রোফোনের অনুমতি না দেওয়া, অনেক অত্যাচারই শুরু করেছে। জেলের এক কোণে একাকী থাকি, কিভাবে খবর জানব? এদিকে কয়েদি ডিআইজি যথা জেল সুপারেনটেনডেন্ট সাহেব আজ সেল এরিয়ায় আসবে। সিপাই জমাদার সকলেই ব্যস্ত। আমাকে সেল এরিয়ায়ই রাখা হয়েছে। এখানে আমার ঘরটা ছাড়া সবই সেল। এখানে অনেক একরারী এবং সাংঘাতিক প্রকৃতির কয়েদি আছে। যারা একবার জেল থেকে পালিয়েছিল অথবা পালাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের এই এরিয়ায় রাখা হয়। ডিআইজি সাহেব এক সপ্তাহে এক এক

দিক পরিদর্শন করেন। কারও কোনো অসুবিধা হলে, কাওকে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করলে, তাঁর কাছে অভিযোগ করা যেতে পারে। কারও কোনো দুঃখ থাকলে তাও বলা যায়। যদি কোনো জেল কর্মচারী কোনো কয়েদির উপর অত্যাচার করে তাহলে তারাও নালিশ করতে পারে। তা ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তাও দেখেন তিনি।

আজ সেল এরিয়ায় তিনি আসবেন। আমি জেলে আসার পর জেল আইজি সাহেব যখন এসেছিলেন তাঁর সাথে এসেছিলেন। আর একদিন রাত্রে যেদিন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তিনি নিজেই সিভিল সার্জন সাহেবের সাথে দেখতে এসেছিলেন আমাকে, তখন রাত ১০ টা। আজ জেল সুপার পরিদর্শন করতে আসবেন, তাই হৈ চৈ পড়ে গেছে। চুনা লাগাতে লাগলো। পায়খানা পরিষ্কার করতে শুরু করল কয়েদিরা। সাজ সাজ রব। আমার মেট ও কয়েদিরা ঘরটাকে পরিষ্কার করল। রোজই কিছু কিছু করে। তবে আজ আলাদাভাবে। যদি কোনো আবর্জনা থাকে তবে মেট ও

কয়েদিদের দণ্ড দেওয়া হয়। জেলের মধ্যে কয়েদির দণ্ড সবচেয়ে দুঃখের। এতে যে দিনগুলিতে কাজ করে মার্ক পায় সেগুলি কেটে দেওয়ার ক্ষমতা জেল কর্তৃপক্ষের আছে। শুনলাম ১২/১৩ জন রাতে এসেছে। নাম কেউ বলতে পারে না বা বলতে পারলেও বলবে না। খবরের কাগজে কারও কারও নাম উঠবে। একই জেলে থেকেও কারও সাথে কারও দেখা হওয়া তো দূরের কথা, খবরও পাওয়ার সাধ্য নাই নতুন লোকের পক্ষে। তবে আমি পুরানা লোক-বহুবীর এই জেলে অতিথি হয়েছি। এই জেলের সকলেই আমাকে জানে। নিশ্চয়ই বের করে নেব।

ডিআইজি সাহেব জেলের ডেপুটি জেলারসহ সকলকে নিয়ে আসলেন। আমার ঘরেও এলেন, একটু বসলেনও। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এখন কেমন আছেন?’ বললাম, শরীর অনেকটা ভাল, কোনো অসুবিধা নাই। কারণ, বলে কোনো লাভ নাই যে আমাকে কেন আলাদা করে একাকী রেখেছেন? গোয়েন্দা বিভাগ নাকি আদেশ করেছে। ভবিষ্যতে দরকার হলে কেউই স্বীকার করবে না, সে আমি জানি। যাহোক, তারপর তিনি উঠে গেলেন। আমি আমার জায়গায় বসে রইলাম। চিন্তা একই, কে কে এল! আবদুল মোমিন এডভোকেট, প্রচার সম্পাদক আওয়ামী লীগ, ওবায়দুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হাফেজ মুছা, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি, মোস্তফা সরোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতি, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, সহ-সভাপতি ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ, রাশেদ মোশাররফ, সহ-সম্পাদক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ কর্মী হারুনুর রশিদ ও জাকির হোসেন। দশ সেলে এদের রাখা হয়েছে। এত খারাপ সেল ঢাকা জেলে আর নাই। এখানে আমাদের প্রথম রাখা হয়েছিল। আমরা প্রতিবাদ করে ওখান থেকে চলে আসি। বাতাস ঐ সেলে ভুল করেও ঢোকে না। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ডেপুটি জেলার সাহেবকে বললাম। শুনলাম মোমিন সাহেব ডিআইজি সাহেবকে বলেছেন।

মোস্তফা সরোয়ারের ব্যবসায় খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। পাটের ব্যবসা, একদিন না থাকলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। খুব আঘাত পেলাম। এই নেতৃত্বদ্বন্দ্বিতা হওয়ার জন্য আন্দোলন যে পিছাইয়া যাবে না, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। বুঝলাম সকলকেই আনবে জেলে। ধরতে পারলে কাউকে ছাড়বে না। মীজান ফিরে এসেছে এই একটা ভরসা। অনেকে আবার ভয়েতে ঘরে বসে যাবে, সে আমার জানা আছে। হাফেজ মুছা সাহেব বুড়া মানুষ, কষ্ট পাবেন হয়তো, পূর্বে কোনো দিন জেলে আসেন নাই। তবে শক্ত মানুষ। চৌধুরী সাহেব বেচারী খুবই নরম। আর সকলেই শক্ত আছে। আন্দোলনের ক্ষতি হবে এই ভাবনা আমার মনটাকে একটু চঞ্চল করেছে। কোনোমতে খেয়ে বসে রইলাম, খবরের কাগজ কখন আসবে! কাগজ এল। বহুদিনের গোলমালের পরে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে আপোষ হয়ে গেছে। বন্ধুভাবে বসবাস করার কথা যুক্তভাবে ঘোষণাও করেছে।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে খবর এসেছে পুলিশ বাহিনী নিজেরাই দিনের বেলায় ৭ই জুনের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় তো করছেই। এই তো স্বাধীনতা আমরা ভোগ করছি। এক অভিনব খবর কাগজ দেখলাম, মর্নিং নিউজ কাগজে ন্যাপ নেতা মি. মশিয়ুর রহমানের ফটো দিয়ে একটা সংবাদ পরিবেশন করেছে। ইন্তেফাক ও অন্যান্য কাগজেও খবরটি উঠেছে। তিনি ছয় দফার দাবি সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘ছয় দফা কর্মসূচী কার্যকর হইলে, পরিশেষে উহা সমস্ত দেশে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবে। এমন কি তিনি যদি প্রেসিডেন্ট হতেন তাহা হলে ছয় দফা বাস্তবায়িত হতে দিতেন না।’ এদের এই ধরনের কাজেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধরা পড়ে গেছে জনগণের কাছে। জনগণ জানে এই দলটির কিছু সংখ্যক নেতা কিভাবে কৌশলে আইয়ুব সরকারের অপকর্মকে সমর্থন করছে। আবার নিজেদের বিরোধী দল হিসেবে দাবি করে এরা জনগণকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে। এরা নিজেদেরকে চীনপন্থী বলেও থাকেন। একজন এক দেশের নাগরিক কেমন করে অন্য দেশপন্থী, প্রগতিবাদী হয়? আবার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে চিৎকার করে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে যদি তদন্ত করা যায় তবে দেখা যাবে, মাসের মধ্যে কতবার এরা পিন্ডি করাটী যাওয়া-আসা করে, আর পারমিটের ব্যবসা বেনামীভাবে করে থাকে। এদের জাতই হলো সুবিধাবাদী। এর পূর্বে মওলানা ভাসানী সাহেবও ছয় দফার বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ দুই পাকিস্তান নাকি আলাদা হয়ে যাবে।

মওলানা সাহেবকে আমি জানি, কারণ তিনিই আমার কাছে অনেকবার অনেক প্রস্তাব করেছেন। এমন কি ন্যাপ দলে যোগদান করেও। সেসব আমি বলতে চাই না। তবে ‘সংবাদের’ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী সাহেব জানেন। এসব কথা বলতে জহুর ভাই তাঁকে নিষেধও করেছিলেন। মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে এ কথা বলেন, আর পূর্ব বাংলায় এসে অন্য কথা বলেন। যে লোকের যে মতবাদ সেই লোকের কাছে সেই ভাবেই কথা বলেন। আমার চেয়ে কেউ তাঁকে বেশি জানে না। তবে রাজনীতি করতে হলে নীতি থাকতে হয়। সত্য কথা বলার সাহস থাকতে হয়। বুকে আর মুখে আলাদা না হওয়াই উচিত। বিকাল হয়ে গেল। কাগজ রেখে উঠে পড়লাম। একটু পরে দরজা বন্ধ করতে এল। ঘরে ঢুকে বই পড়তে শুরু করলাম। কাজ তো একটাই। খাওয়া শেষ করে এসে শুয়ে পড়া। ভোর দুইটায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এক পাগল ক্ষেপে গিয়েছে। খুব জোরে চিৎকার করছে আর গালাগালি করছে। সন্ধ্যার সময় এক পাগল চিৎকার করছিল, তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে অনুরোধ করায় তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। জেল কর্তৃপক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কখন কোন পাগল ক্ষেপে উঠে বুঝবে কেমন করে? আর কি ঘুম হয়! বৃষ্টি হয়েছে, বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছে। ঘুম যখন আর

পাড়তে পারি নাই তখন তালা খুলে দেওয়ার সাথে সাথেই বেরিয়ে পরলাম। দেখি জমাদার সাহেব লুঙ্গি পরা দুইজন লোক নিয়ে পুরানা বিশ সেলের দিকে যাচ্ছেন। বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতা মাথায়, বুঝলাম আরও কিছু আমদানি হয়েছে। জেলে নতুন কয়েদি এলে ‘আমদানি’ বলে, আর চলে গেলে ‘খরচ’ বলে।

আমার বারান্দা থেকে দেখা যায় পুরানা বিশ সেলে দুইজনকে রেখে জমাদার সাহেব ফিরে চলেছেন। বললাম, বোধ হয় রাতে ঘুমাতে পারেন নাই? সোজাভাবে জিজ্ঞাসা করলে বলবে না। বলল, আপনার জন্য কি আর শান্তিতে জেলের চাকরি করতে পারব! রাত দুইটা থেকে এই একই অবস্থা। একে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। জেলের কয়েদিরা দুনিয়ার খবর রাখে। বৃষ্টি থেমে গেলে খবর পেলাম দুইজন এসেছে ১০ সেলে। ‘এই দুইজনও শেখ সাহেবের দলের’—কয়েদিরা বলাবলি করতে থাকে। নাম কি করে জানবো? পরে খবর পাওয়া গেল, ঢাকা আওয়ামী লীগের সদস্য নন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন জীবন ভরে, নাম আবদুল মাজেদ সরদার। পুরানা ঢাকার নাম করা সরদার। বেলা ১২ টার সময় তাকে আবার মুক্তি দেওয়া হলো। কারণ বুঝতে পারাও বাকি থাকে না!

আজ আর লেখাপড়ায় মন দিতে পারছি না। কি হবে বাইরে, কর্মীদের কি অবস্থা, অত্যাচার ও গ্রেপ্তার সমানে চলছে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর। দিন ভরই ছটফট করতে লাগলাম, কাগজ পাব কখন? একটা বেজে গেল, দুইটাও বেজে গেল, মনে মনে ভীষণ রাগ হলাম। জমাদার সাহেবকে খবর দিলাম। বললাম, কাগজ এখনও আসে নাই কেন? ভীষণ অন্যায্য কথা। সকালে কাগজ আসে, আর এখন আড়াইটা প্রায় বাজে। তিনি জেল অফিসে চলে গেলেন। খবর নিয়ে এসে বললেন, ডিপুটি সাহেবের সই হয় নাই। দস্তখত না হওয়া পর্যন্ত কাগজ জেলের ভিতর আসে না।

এখানেও সেন্সর হয়। তিনটার সময় কাগজ এল। অর্ধেক কাগজ কালো কালি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। পড়ার উপায় নাই। যারা যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের নামও ঢেকে দিয়েছে। শুধু ইন্ডেক্স নয়, আজাদ ও পাকিস্তান অবজারভার কাগজেও কালি দিয়ে দিয়েছে, অথচ জেল কর্তৃপক্ষের সেন্সর করার কোনো অধিকার নাই। জেলের মধ্যে কোনো ঘটনা, বা কোনো আসামি পালাইয়া গেলে, কেউ অনশন করলে কালি দিয়ে বন্ধ করে থাকেন, কিন্তু অন্য কিছু করা তাদের উচিত না। আমি জেলার সাহেব ও ডেপুটি সাহেবকে খবর দিলাম এর প্রতিবাদ করার জন্য। কাগজ দিতে যদি না চান, মানা করে দেন, কিন্তু কাগজ নষ্ট করবেন কেন! শুনলাম জেলার সাহেব অসুস্থ, অফিসে আসেন নাই। ডিপুটি সাহেব পরে আসবেন। বিকেল বেলা যে একটু হাঁটাইটি করতাম তাও

আজ করতে পারলাম না। কারণ আমার সহকর্মীদের যে অবস্থায় রেখেছে—তাদের ডিভিশনও দেওয়া হয় নাই। আমার বুঝতে বাকি রইল না। আমার যখন তিনদিন পরে ডিভিশন আসে, তখন এদের কথা তো ঢাকার নতুন ডিসি সাহেবের মনেই না থাকার কথা। কারণ তাকে মোনায়েম খাঁ সাহেব ময়মনসিংহ থেকে বদলি করে এনেছেন। তার ‘কীর্তি’ অনেকেরই জানা আছে। আর আশা করি মনেও থাকবে। পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না। হায়রে দেশ! হায়রে রাজনীতি! লুমুম্বার হত্যার পিছনে যারা ছিল তারাই আজ ফাঁসিকাঠে জীবন দিল। কঙ্গোর একজন প্রধানমন্ত্রীসহ চারজন সাবেক মন্ত্রীর প্রকাশ্য জায়গায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সেখানে ২০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। কঙ্গোতে সাম্রাজ্যবাদের দাবা খেলা এখনও চলছে। জেনারেল মোবুতু যে পথ বেছে নিয়েছে সে পথ বড় কন্ট্রাক্টকীর্তি। রক্তের পরিবর্তে রক্তই দিতে হয়। একথা ভুললে ভুল হবে। মতের বা পথের মিল না হতে পারে, তার জন্য ষড়যন্ত্র করে বিরোধী দলের বা মতের লোককে হত্যা করতে হবে এ বড় ভয়াবহ রাস্তা। এ পাপের ফল অনেককেই ভোগ করতে হয়েছে।

শরীরটা ভাল লাগছে না। সেল এরিয়ার সবই বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমাকে বন্ধ করা হবে। দরজা বন্ধ হলো, কিছু সময় বসে রইলাম চুপ করে। মেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাই খেতে গেলে, “স্যার আর একটু নেন, একটু মাছ, একটু তরকারী।” বেচারী আমাকে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। “এতবড় শরীর আধা পোয়া চালের ভাত খাবেন না, তাহলে বাঁচবেন কেমন করে?” শুধু ভাবি, তোমাদের এই স্নেহের প্রতিদান কি করে দিতে পারব? আমার বাবুটি একটু চালাক চতুর ছেলে, কেরামত নাম। বলে, “স্যার আপনি তো জানেন না—যেখানে দুইশত তিনশত কয়েদি থাকে তারা নামাজ পড়ে আপনাকে দোয়া করে। তারা বলে, আপনি ক্ষমতায় থাকলে তাদের আর চিন্তা থাকতো না।” দুঃখ হয়, এদের কোনো কাজেই বোধ হয় আমি লাগব না। অনেক গল্প শুনলাম— কয়েদিরা কি বলে সে সম্পর্কে। তবে একথা সত্য, যখন আমি জেল অফিসে যাই তখন কয়েদিদের সাথে দেখা হলে, জেল অফিসারদের সামনেই আমাকে সালাম দিতে থাকে। যারা দূরে থাকে তারাও এগিয়ে আসে। বুড়া বুড়া দু’একজন বলেই ফেলে, ‘বাবা, আপনাকে আমরা দোয়া করি’।

খেতে যে পারি না, তার বিশেষ কারণ জেলের পাক। কয়েদিরা পাকায় ভালই লাগে না। তবুও খেতে হবে, তবুও বাঁচতে হবে। যারা এই দুই দিনে জেলে এসেছে, তাদের ডিভিশন দেয় নাই, কিভাবে কোথায় রেখেছে— জানার উপায় নাই। ঠান্ডা ছিল, বৃষ্টি হয়েছে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। যদি জেলের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটাতে পারতাম তা হলে কত ভালই না হতো!



# ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. খাবিরুজ্জামান, পিইঞ্জ.

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) বাংলাদেশের প্রকৌশল পেশাজীবীদের একটি জাতীয় সংগঠন। এটি সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ দ্বারা নিবন্ধিত। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) বাংলাদেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পেশাজীবী সংগঠন। শুরু থেকেই আইইবি প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং অনুশীলন প্রচার করছে। আইইবির প্রধান লক্ষ্য হলো পেশাদার শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা এবং দেশের প্রকৌশলীদের ক্রমাগত পেশাদারী উন্নয়ন সাধন করা। এটি দেশের ও বিদেশের অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন এবং সহযোগিতা নিরালসভাবে করে যাচ্ছে।

ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পতনের পর পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে জন্ম হয় পাকিস্তানের। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরপরই কয়েকজন

উর্ধ্বতন প্রকৌশলী, প্রকৌশলীদের একটি পেশাদার ফোরাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে ৩০ শে নভেম্বর ১৯৪৭ সালে, ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. জব্বার তখনকার সুপারেন্টেন ইঞ্জিনিয়ার ইস্টার্ন সার্কেল CNW ডিপার্টমেন্ট পূর্ব বাংলা সরকার তার অফিসে ইঞ্জিনিয়ারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ২৮ জন ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সেই সভায় পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট গঠনের লক্ষ্যে একটি কনস্টিটিউশন তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে দি ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ার্স অব পাকিস্তান একটি সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালে ১৪ মার্চ সন্ধ্যা ৭: ৩০ মি. নিলক্ষেতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করণে খাঁন বাহাদুর ইঞ্জিনিয়ার মো. সোলাইমান খাঁন, দি ড্রাপট কনস্টিটিউশন অফ দা ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ার্স পাকিস্তান। কাউন্সিলে সামান্য সংশোধন করে কনস্টিটিউশন টি অনুমোদন করা হয়। অফ দা ইনস্টিটিউট পাকিস্তান



আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নে উল্লেখিত ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত ইঞ্জিনিয়ারদের নির্বাচিত করেণ।

প্রেসিডেন্ট ছিলেন, খাঁন বাহাদুর ইঞ্জিনিয়ার মো. সোলাইমান খাঁন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. জব্বার, ইঞ্জিনিয়ার সাইদ আলী আমীর, ইঞ্জিনিয়ার এস. গোলাম মুর্তাজা, ইঞ্জিনিয়ার কিউ জেড হোসাইন। অনারারি সেক্রেটারি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার কফিল উদ্দিন আহমেদ। অনারারি ট্রেজারার ছিলেন, রায় সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এস সি ঘোষ। মেম্বার ছিলেন, রায় সাহেব ইঞ্জিনিয়ার জে সি দাস, ইঞ্জিনিয়ার কে এ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এ লতিফ, ইঞ্জিনিয়ার এম এ বারী, ইঞ্জিনিয়ার এ এম আহম্মদ, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এ এইচ কে নুর খান বাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ইঞ্জিনিয়ার এ আর নিসার। বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি বছর খরচের জন্য প্রদান করেণ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর কনভেনশনের জন্য আরো বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেণ।

১৯৫৫ সালে ইনস্টিটিউটের হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং এর কাজ শুরু হয়। এই ফান্ড দিয়ে হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং নির্মাণের টাকা পর্যাপ্ত না হওয়ায় আরো চার লক্ষ বাহান্তর হাজার টাকা চাওয়া হয়। অনেক কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সরকারের সঙ্গে অনেক দেন ও দরবারের পর লোন হিসাবে টাকা গ্রহণ করিয়া হেড কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। তার সঙ্গে নির্মাণ করা হয় একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। যাহা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ইনস্টিটিউট চত্তরের ৩.৪ একর জমি বরাদ্দের জন্য প্রাদেশিক সরকার কে অনুরোধ করা হয়। এই জমিতে বরাদ্দ ব্যতীত স্থাপনা নির্মাণের জন্য ইঞ্জি. এম. এ. জব্বার কে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনে জেলে নেওয়া হয়।

মহান মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দি ইনস্টিটিউট অফ পাকিস্তানের ১২১তম সভা ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৭১ আন্ডার দা প্রফিশন অফ আর্টিকেল ফিফটি থ্রি অফ দা কনস্টিটিউশন দি ইনস্টিটিউট অফ পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে দি ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ করা হয়। পাকিস্তান অফ ইনস্টিটিউট এর লগো পরিবর্তন করে দি ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর লগো স্থাপন করা হয়। ১৯৭২ সালে ১২ই মার্চ এক্সট্রা অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং এ তা অনুমোদন

করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার কিউ জেড হোসেন হনি সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার কফিল উদ্দিন আহমেদ, হনি ট্রিউসির রায় সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার এস. সি ঘোষ মেম্বার, রায় সাহেব ইঞ্জিনিয়ার জে. সি. দাস, ইঞ্জিনিয়ার কে. এ. হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এ লতিফ, ইঞ্জিনিয়ার এম এ বারী, ইঞ্জিনিয়ার এ এম আহম্মদ, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এ. এইচ. কে নুর খাঁন বাহাদুর। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ইঞ্জিনিয়ার এ. আর. নিসার প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করাচি (ড) দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ডাক্তা ওয়াজ এপোয়েনটেড ব্যাংকারস অফ দি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স পাকিস্তান।



ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পতনের পর পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ব বাংলার কিছু সংখ্যক উর্ধ্বতনি প্রকৌশলীদের চেষ্টায় এই পেশাদার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। সেহেতু পূর্ব বাংলার প্রকৌশলীদের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় যার সদর দফতর স্থাপিত হয় ঢাকায়। ১৯৪৮ সালের ৭ই মে পাকিস্তানের জাতির পিতা গভর্নর জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের স্থাপন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেণ। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বঙ্গেও ঢাকায়, ঢাকা সেন্টার ও চট্টগ্রাম সেন্টার স্থাপিত হয় এবং করাচি, ও লাহোরে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স পাকিস্তানের লোকাল সেন্টার স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে দি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স পাকিস্তান ওয়াজ রেজিস্ট্রার্ড আন্ডার দি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট XXI Ad 1860.

The Institute of Engineers, Pakistan was approved and Recognized by the Government of Pakistan as a Representative body of qualified Engineers vide Ministry of industries letter no. P-58(2)/48 dated Karachi the 26th November, 1952(3).

১৯৪৮ সালে ১৭ই মে কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি ক্লাব তৈরি করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট সোশাল-সামাজিক কার্যকর হিসাবে বিবেচিত হইবে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল লতিফ জয়েন্ট সেক্রেটারী অফ দা

কাউন্সিল ক্লাবের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ক্লাব দি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর সাব অর্ডিনেট বডি হিসাবে কাজ করবেন।

এখানে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে চেয়ারম্যান অফ ঢাকা সেন্টার হবে সদ্য সাবেক অফিসিও চেয়ারম্যান অব দা ক্লাস। ভাইস চেয়ারম্যান এন্ড সেক্রেটারী এন্ড মেম্বারস অফ দা ক্লাবের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন শুধুমাত্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর সদস্যগণ ক্লাবের স্থায়ী সদস্য হবেন। একটি স্থায়ী পৃথক একাউন্ট থাকবে এবং একটি পৃথক কনস্টিটিউশন থাকবে। দি ইনস্টিটিউট অফ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একটি ছোট টিনশেড ঘড়ে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু হয় যেটা পূর্ব বঙ্গের ফ্লাইংক্লাব হিসাবে ছিলো। এটি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এমালগ্লেম্যাটেড ছিল ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার, ইনস্টিটিউটের হেড কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য তিন লক্ষ আঠারো হাজার টাকা অনুদান দেন। ৭ই জুলাই ১৯৭২ সালে রেজিস্ট্রার জয়েন স্টক কোম্পানিতে সার্টিফিকেট প্রদান করে। ১৯৭৬ ড. ইঞ্জি. এম. এ. রশীদ, এ্যাডভাইজারী কাউন্সিল ইনচার্জ অফ ওয়াকার্স মিনিস্ট্রি এন্ড মি. কাজী আনারুল হক ইনচার্জ অফ ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন। এ্যাডভাইজারী কাউন্সিল ইনচার্জ অফ ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন। এ্যাডভাইজারী কাউন্সিল ইনচার্জ অফ ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন। এ্যাডভাইজারী কাউন্সিল ইনচার্জ অফ ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন।

৪,২৯৯৭৬/- টাকার বিনিময়ে ইনস্টিটিউটের পক্ষে এই টাকা পরিশোধ করার অসুবিধা হওয়ায় ড. ইঞ্জি. এম. এ. রশীদ ইজ এ মেম্বার অফ দা এ্যাডভাইজারী কাউন্সিল দি মিনিস্ট্রি অফ ওয়াকার্স বার্ষিক বরাদ্দ পঞ্চাশ হাজার টাকার পরিবর্তে এক লক্ষ টাকা করেন। ড. ইঞ্জি. এম. আনারুল আজীম, প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং ইঞ্জি. মো. নূরুল হুদা, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ১৯৯৬ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর জায়গা রেজিস্ট্রেশন করেন।

একই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য মেঘনা নদীর তীরে চর বাউশীয়ায় ৭২ বিঘা জমি কিছু কনস্ট্রাকশনসহ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই স্টাফ কলেজ উদ্বোধনের জন্য নির্দিষ্ট দিন তারিখ এ সমস্ত বাংলাদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত হন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই দিন স্টাফ কলেজের উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের এবং একদল সি.এস.পি প্রশাসকদের চরম আপত্তির মুখে এবং নানান প্রতিবন্ধকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্টাফ কলেজ উদ্বোধন থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের উদ্বোধন করা হয়।

# আমরা যাঁদের হারিয়েছি

ড. প্রকৌশলী মো. ইফতেখারুল আলম, এফ/৮৮৯৩

প্রকৌশলী মো. নূরুল আমিন, এফ/১১৫৪

প্রকৌশলী মো. গোলাম নবী (মানিক), এফ/৫৮৪৭

প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান খান, এফ/২২৩৭

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আব্দুল হান্নান, এফ/৬৮৭

ড. প্রকৌশলী বিলকিস আমিন হক, এফ/৫৫৭৩

প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান, এফ/৫১৫২

প্রকৌশলী এম. বজলুর রহমান, এফ/৮৮৬

প্রকৌশলী সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, এফ/১১১০

প্রকৌশলী শফি উদ্দিন আহমেদ, এফ/১৮৪৬

প্রকৌশলী এ. কে. এম. মুশফিকুর রহমান, এফ/৪০৯৩

প্রকৌশলী মো. মিজানুল করিম, এফ/১৯৭৬

প্রকৌশলী ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, এফ/৪৯৩

প্রকৌশলী মো. মজিবুর রহমান, এফ/৬৭৫৬

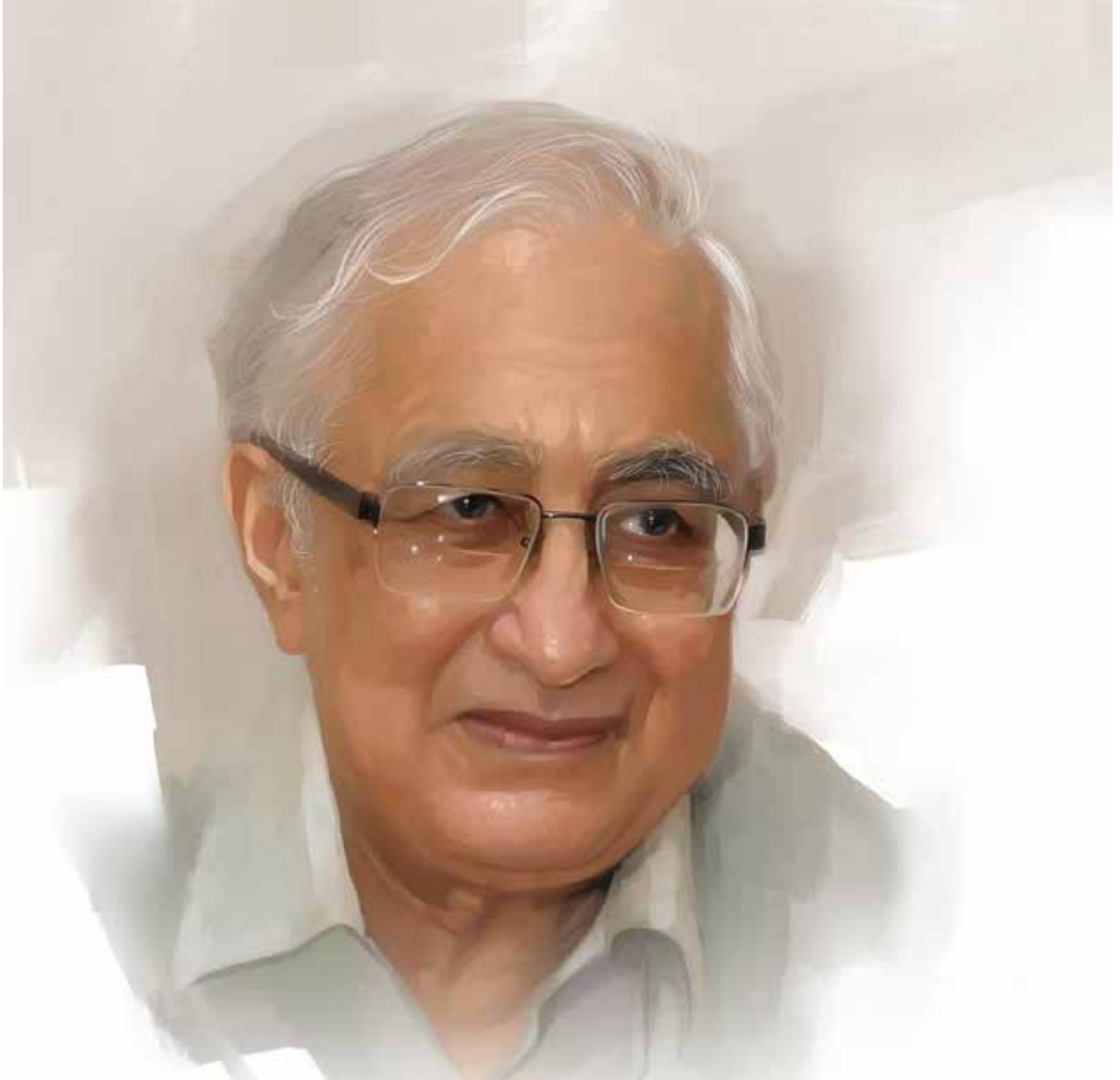
প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, এফ/৭৬৩২

প্রকৌশলী মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, এম/৭৯৯৭

প্রকৌশলী এস. এম. সায়েদুর রহমান, এম/২৩০৩০

প্রকৌশলী আফসার আহমেদ, এম/২৪০৬৪

প্রকৌশলী আবদুল বাতেন



## প্রকৌশল বিশ্বে সক্রোটস : জেআরসি প্রকৌশলী আবুল ফরাজ খান, পিইঞ্জ.

১. ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ক্লাবে টেনিস টুর্নামেন্টে প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, (জেআরসি) মাঠে খেলা পরিচালন করছিলেন। আম্পায়ারের দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। আমি সিঙ্গেল খেলছি প্রধান প্রকৌশলীর পূত্রের সঙ্গে এবং আমি হেরে যাচ্ছিলাম বিরাট ব্যবধানে, সেই মুহূর্তে জেআরসি কর্তৃক একটি পয়েন্ট ঘোষণা অসংগতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি এবং টেনিস মাঠ ছেড়ে র্যাকেট হাতে উনার সঙ্গে প্রতিবাদমূলক আচরণ করি। কিন্তু তার মিষ্টহাস্য ও

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাকে শান্ত করে এবং টেনিস মাঠে পুনরায় ফিরে আমিও খেলা শুরু ও শেষ করি। ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে তিনি অনবদ্য। এ মাঠের একটা ঐতিহ্য আছে। প্রধান প্রকৌশলী ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের হেড কোয়ার্টার্স স্থাপনাকারী ও বহুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ও সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাণ ও প্রবাদ পুরুষ ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার খেলতেন। তৎকালে সব ইঞ্জিনিয়ার এই আঙ্গিনায় লন টেনিস, বিলিয়ার্ড থেকে আরম্ভ করে সব খেলাতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।

২. টেকনিক্যাল, ফলিত ও তাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে প্রবন্ধ ও পেপার্স প্রণয়ন সহ বার্ষিক কনভেনশন মহানগরী ঢাকার চিত্রপট চঞ্চল ও রঙিন করে রাখত ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ। এর হোতা ছিলেন জেআরসি। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একাধিকবার প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। তিনি আমাকে একবার ডেলিগেট করে কানাডা মন্ট্রিয়ালে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ৭ বছর ছোট কিন্তু জ্ঞানে ৭ আলোক বর্ষ বড় ছিলেন। তার পিতা ইঞ্জিনিয়ার আবিদ রেজা চৌধুরী সিএমবি (পিডাব্লিউডি) তে জ্যেষ্ঠ সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

যখন তিনি ১৯৬২ সালে অবসরে যান আমি তখন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। তিনি আমার বিলাত যাবার সময়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করেন। এতে আমি খুব খুশি হই। তখনকার দিনে এতবড় জ্যেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ আমাদের মত তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সংগে কথা বলা বা করমর্দন করতেন না, এটা আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। আমি তখন ডিজাইন ডিভিশনে কর্মরত। আমাদের নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ারের সামনে চেয়ারে বসার রেওয়াজ ছিল না। সচিবালয়ে তিনি ও আমার পূর্ব পশ্চিম লম্বা দোঁচলা শেডে অফিস করতাম। আমাদের প্রতি ছয়জনের জন্য একটি ইলেকট্রিক ফ্যান বরাদ্দ ছিল।

আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করি ১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর ২৭ তারিখ সরকারি সিএমবিতে যোগ দেই। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর বার্ষিক কনভেনশনে আমি পেপার দিতাম। জেআরসি আমার লেখার ভূমিকা পছন্দ করতেন না। মূল পেপারের নির্যাস প্রথমে কয়েক লাইন সুপারিশ ও সহায়ক সূত্র লিখে দিতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আমার লেখার উপসংহরে কংক্রিট স্ট্রাকচার (Advanced Concrete Structures) এর মুখবন্ধ তিনি লিখে দেন ও হাসি মুখে বলেন যে ব্যতিক্রমকে, আপনারা করতে পারেন।

৩. জেআরসি সম্বন্ধে শুনেছি আমার ছোট ভাই শফিউল আলম খানের কাছ থেকে যখন সে বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আমি মাঝে মধ্যে জেআরসি'র পড়ানো ও নোট গুলি দেখে চমৎকৃত হয়ে যাই। সিলেবাস, কারিকুলাম ও রুটিন মাফিক পাঠ্যসূচি তিনি হুবহু অনুসরণ

করে, মেদবিহীন ফেনা বিহীন ভাবে অংকগুলি প্রথম সূত্র থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপ ও উদাহরণ গুলি ওর্যাক আউট করে, শুধু চূরান্ত ভাবে লিখেই ক্ষান্ত হতেন না। সেগুলির চমৎকার পরিচ্ছন্ন আন ড্রইং করে দিতেন যেগুলি মনে হোত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর হাতের আঁকা।

৪. কী করে উনি জানলেন যে আমি পিডাব্লিউডির শিডিউল আইটেম অব রেট প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলাম। কারণ ইট বালু সিমেন্ট ও মজুরির মূল্য এ বেশী ওঠা নামা করে যে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য উপাদান বিশ্লেষণ করে টেন্ডার আহ্বান এস্টিমেট তৈরী ও নির্মাণ কর্ম সময়মত কন্ট্রাকটরকে দিয়ে সুসম্পন্ন করা এক জটিল কায়িক পরিশ্রম প্রক্রিয়া ছিল। তাছাড়া কোনো কোনো মহলের ধারণা নিশ্চয়ই কোনো ধাপে দুর্নীতি হয়েছে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সংগে আটঘাট বেঁধে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সংগেই কাজটা করা হয়।

তবু কিছু লোক বলে স্বর্ণকার তার মায়ের গহনা তৈরী করতে স্বর্ণচুরি করে। আর এরাতো ইঞ্জিনিয়ার। কথাটি ভুল। জেআরসির অবদান হচ্ছে তিনি শিখালেন যে আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে এইসব অদ্যোপান্ত পদক্ষেপে এসে একটি গ্রহণযোগ্য ফিগার করা যায়। কায়িক পরিশ্রমের দরকার নেই। যা করতে আমাদের তিন মাস লাগত তা এখন ২ সপ্তাহে প্রিন্ট সহ সুসম্পন্ন করা সম্ভব। এ কাজ টি বাংলাদেশের জন্য কালজয়ী পদক্ষেপ। যার কৃতিত্বের দাবিদার উনি।

বিল্ডিং ডিজাইনে আমি জীবনের বিশাল উর্বর অংশ কাটিয়েছি যে কোনো স্থাপতির নক্সা ও বিনির্দেশিকা উপস্থাপনার পর সম্ভাব্য ব্যবহার প্রেক্ষিতে এবং নিরাপদ কাঠামোটি কালের অভিযাত্রায় বাড় বৃষ্টি বর্ষা ভূমিকম্প, মৃত ওজন, মৃত ভর জীবন্ত ভর ও জীবন্ত ওজনের সৃষ্ট পীড়নে ও বিকৃতিতে, কম খরচায় কত খানি নিরাপত্তা দিতে পারে সেটাই নির্ণয় করা ও নিরাপত্তা প্রদান করা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব। আবার আর্থিক শাসয় নিশ্চিত করা হয়। আবার এগুলি নির্মাণ টিমের শ্রম ও মেধাতে কতখানি খাপখায় সেটাও ডিজাইনার দেখবেন। প্রকল্পের গাণিতিক একটা মডেল তৈরি করা হয় যাতে থিউরি অফ স্ট্রাকচার (Theory of Structures) কাঠামো তত্ত্ব ও Strength

of materials বস্তু শক্তি শাস্ত্র ও গ্রাফিক্সের সাহায্য নেয়া হয় এই সব বিশ্লেষণ করতে যেয়ে কিন্তু এত কিছুতে নিরাপদ হলেও ডিজাইনটি সুস্থ্য বা গ্রাহ্য হবে না। এটার সুস্থতা বিচার করতে কোড (code) নির্মাণের বিভিন্ন কোড অনুসরণ করে কাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও ডিজাইনারের দায়িত্ব। আমরা আগে ACI কোড, ব্রিটিশ BS, স্পেসিফিকেশন বি এস, ব্রিটিশ, ইন্ডিয়ান স্পেসিফিকেশন, IS, Unitorm Bld code এরকম অনেক কোড দিয়ে যাচাই বাছাই করে তবে ডিজাইন সবুজ বাতির মুখ দেখে, তার আগে নয়।

৫. আমি তখন তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন পিডাউরিডেতে। এক সময় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মতিয়ূর রহমান আমাকে বলে “স্যার বাংলাদেশের জন্য আমরা কি একটা জাতীয় কোড তৈরী করতে পারিনা”। আমি বললাম, “অনেক টাকার ব্যাপার উপরের চিফকে বলে দেখি। তোমরা প্রয়োজনীয় বই জোগাড় করো”। তিনি ও এ.কে.এম শফি পরে (চীফ ইঞ্জিনিয়ার) দু’জন অনেক কোড জোগাড় করলেন। আমি কানাডার কোড, ইন্ডিয়ান কোড, জার্মান কোড DIN ও জাপানের কোডগুলি দেখি ও প্রাথমিক কাজ শুরু করলাম কিন্তু ACI আমেরিকান কংক্রিট কোড-ডেট্রয়েট মিশিগণকে বেশি গুরুত্ব দেই। আর ইন্ডিয়ান কোডটি বীম স্ল্যাব ডিজাইন কিছু উপাদান পড়তে বলি। কারণ ভারতীয় কোডটি আমেরিকান, ব্রিটিশ ও রাশিয়ার কোড দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত এবং সহজ।

৬. আমি ১৯৯২ সালে রাজউক মেম্বার পদ থেকে মেয়াদ পূরণ হওয়ায় বিধিমত এবং প্রকৌশলী সরকারি গণপূর্ত থেকে অবসরে যাবার পর কোড প্রণয়নের কাজে ডিডিসির এমডি রফিক উদ্দিন আহমেদ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শে আমি প্রধান সমন্বয়ক হিসাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড BNBC প্রণয়নে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করি। এই বহুমুখী প্রকল্পের দায়িত্ব মূলতঃ তিনটি ভাগে কাজ করে। (ক) প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পূর্ত (খ) শহ আলম জহীরুদ্দিন স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রধান (গ) খোরশেদ আলম, ডিরেক্টর হাউসিং ও বিল্ডিং ও ডাইরেক্টরেট। অন্যান্য পরামর্শকরা খন্ডকালীন ও সাধ্যমত লেখা ও সুচিন্তিত অভিমত দিতেন। আমি সানন্দ চিত্তে পূর্বকালীন কাজ এগিয়ে নিলাম। ড. খন্দকার ভূমিকম্পের যে টুকু ম্যাপ তৈরী করলেন তার সংগে এর আগের

Geological Survey of Pakistan বিরাট পার্থক্য দেখা দেয় ও গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমার মনে হয়। এটা আরো বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার ছিল। আবার কাজের কোড WSD , Limit State Desing I USD Ullitmate Strength Design দেওয়া ছিল। কিন্তু বুয়েটের প্রফেসর ড. আজাদুর রহমান এসে মূল বিনির্দেশিকার কিছু ত্যাগ করলেন। এটা আমার অনভিপ্রেত ছিল। বিষয়টি জেআরসি’র নোটিশে আনি। তিনি ড. আজাদুর রহমানকে সায় দেন। জাতীয় কোড একটা পুরাপুরি একাডেমিক (Academic) বিষয় হিসাবে না করে আরো practical করা সহজ করলে আরো ভাল ছিল। আমি চেয়েছিলাম তৃণমূল পর্যায় অনুসরণ করে যাতে সেটাই আমি উল্লেখ করি। অথবা বর্তমান কোডটি জনপ্রিয় ও বাস্তবায়নে নিশ্চিত করতে আরো লেখালেখি ও টেকনিক্যাল লোক দিয়ে আরো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেটি আমি ও ইঞ্জিনিয়ার শামসুল হক আখন্দ জেআরসি’র দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নইলে সেই কোড কখনো পুরোপুরি কার্যকর হবে না।

৭. বহু আলোচনা সভা করে, সেমিনার, কনফারেন্স তাঁর সংগে আমাদের সময় কেটেছে, আনন্দঘন, প্রীতি উজ্জ্বলতা হাস্যমধুর শিক্ষণীয় পরিবেশে। প্রথম বুয়েটে কম্পিউটার বিষয়ে কোনো গুরুত্ব তেমন ছিল না বলেই চলে। তাঁর একক সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় কম্পিউটার শুধু চালু করেই ক্ষান্ত হননি- গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে আজ এর ব্যবহারিক দিক ও ক্যাড সহ সব কিছুই তিনি চালু করে দিয়ে গেছেন। আমি এসআই মেট্রিক দশমিক প্রথা সরকারি পর্যায়ে দেশে জনপ্রিয় করার জন্য উদ্যোগ নেই। এতে উনি আমার উপর খুশী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমি যখন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জানাজার নামাজে शामिल হই তখন ছালাম ফিরিয়ে, আমার ডান দিকে দেখি আমার অতি পরিচিত মুখ ড. প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী।

৮. একবার তিনি আমার কাছে ড. এফ আর খান রচিত Shear Wall Design এর লেখা বইটি চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু আমি দিতে পারি নি। সেটা আমার জীবনের বড় দুঃখ। বুয়েট এক মহান শিক্ষা ধারাবাহিকতার গৌরবোজ্জ্বল বিদ্যাপীঠ যা ড. এম এ রাশিদ, ভিজি দেশা, ড. ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ, জে এস ক্যাডেস ও টি এইচ ম্যাথুমান, প্রফেসর নাজমুল হক প্রমুখের আত্মত্যাগী অবদান। কিন্তু সে

ধারাবাহিকতা যাতে ম্লান না হয় সে জন্য নিবেদিত প্রাণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে কায়মন বাক্যে আমরা অনেক আশা করি। কিন্তু ইদানিং ক্যাম্পাসে প্রাপ্তনে যে নির্ধূর নৃশংসতার সংবাদ আমাদের কানে আসে, তাতে আমরা পর্য়ুদস্ত। তার জন্য পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট নিবেদন আরেকটু সময় যদি শিক্ষার্থীদের দিতেন তা হলে এগুলি এড়ানো সম্ভব।

শিক্ষকদের এক অংশ সিলেবাস কারিকুলাম ও রুটিনের পাঠদানকর্ম বাদ দিয়ে, সিংহভাগ সময় প্রাইভেট শিক্ষা ও প্রাইভেট কর্মে নিয়োজিত থেকে একদিকে ফুলটাইম পেশাদারীত্বের সাথে অশুভ প্রতিদন্দীতায় লিপ্ত থাকেন অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রান্ত ও অতিপরিশ্রান্ত শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীদের ঠেলে দিচ্ছেন। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ক্যাম্পাসে অস্থিরতা। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট কোনো সময় যা থাকবে তা টেনিস, ফুটবল ও দাবা খেলা সব ক্যাম্পাসের ভিতরেই করবেন। আমাদের সময় তাই হয়েছে।

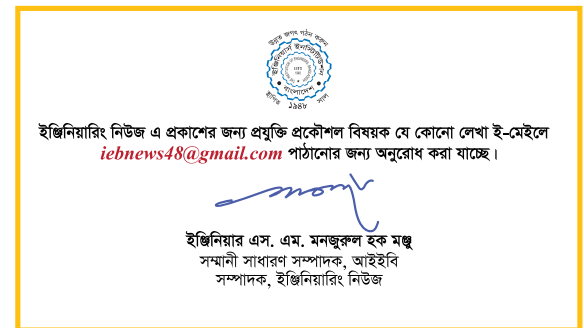
বহুদিন আমি ছাত্র থাকতে ড. এমএ রশীদের বাসায় যেয়ে তাঁকে ডাইনিং টেবিলে কত বিরক্ত করেছি। বিদেশে আমি শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মধ্যে সব সময় পারিবারিক বন্ধনের ন্যায় স্নেহধন্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখেছি। জাতীয় পর্যায়ে সীমিত আকারে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। জেআরসিকে আমি দেখেছি ফরজটা দিনে ঠিকই আদায় করেছেন। আগামী বুয়েটে তিন বছরের জন্য বাদ দিলে কেমন হয়। এখন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের দুর্ভিক্ষ নেই। বুয়েট বাঁচুক, দেশ বাঁচুক। বিশ্ববিদ্যালয়ে র্যাংকিং আগে গবেষণা আগে।

৯. আমি এক্ষনে জেআরসি'র তিরোধানের বেদনায় আবেগাপ্লুত, তাই আপনারা আমার স্মৃতি তর্পনের কথা ক্ষমা সুন্দর চোখে নেবেন। তাকে আমি তুলনা করতে চাই প্রাচীন গ্রিসের সক্রোটস (৩৯৯ খৃ. পূ.) যিনি বিদ্বান ছিলেন ও প্রচলিত মতাদর্শের বিরুদ্ধে তর্পণদের দৈনন্দিন বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা দানের কার্যটি পরিচালনা করতে যেয়ে বিচারকদের রায়ে হেমলক বিষ খেয়ে মারা যান। বিদ্যা, বিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষার্থী নিয়েই তার কারবার ছিল। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকতা নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এরিস্টটল, প্লেটো ও আরো অনেক শিষ্য ছিল তাঁর। আশা

করব গত এপ্রিল মাসে, ফুলের মাসেই জেআরসি ফুলের মতই চলে গেলেন। আমরা তার অনুপস্থিতিতে আশা করব অনাগত দিনে নতুন প্লেটো এরিস্টটলবন্দ বাংলার দিগন্ত উজ্জ্বল করবেন। আল্লাহ তায়ালা দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ও তাঁর শোক সন্তপ্ত উত্তরসূরী পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

১০. তার নামে একটা ফান্ড, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন বা চেয়ার যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা যায়। যেখানে নির্মাণ কর্মে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু নিরোধ বিষয় পাঠ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়। আমি তার জানাজায় উপস্থিত হতে পারিনি। ইচ্ছা আছে শীঘ্রই তার সমাধি, বনানী আমার বাসার কাছে, যেয়ে মোনাজাত করব। আমি নিউটনের সমাধি, (রোসেল স্কয়ারের পাশে ওয়েস্ট মিনিস্টার এবে লন্ডন), স্টিফেন হকিং ও চার্লস ডারউনের সমাধি পাশে যেয়ে নীরবতা পালন করি। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে র্যাংকিং এ বুয়েট ও অন্যান্য বিদ্যাপীঠ অনেক নীচে। ক্যাম্পাসে হিংসা ও অস্থিরতা নিরসন করে শুধুমাত্র ডিসিপ্লিন ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে পূর্বসূরী ডা. এম. এ. রশিদ, টি. এস. ম্যাথুমান, জে. এস. ক্যাডেস প্রমুখের মুখ উজ্জ্বল করাই সবার কাম্য। ফাঁপানো বাজেটকাম্য নয়।

১১. জামিলুর রেজা চৌধুরীর বিশ্বাস ছিল, সততা না থাকলে সফলতা আসে না। আমরা ইঞ্জিনিয়ারবন্দ তার এই বিশ্বাস নিয়ে আজ শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা ইঞ্জিনিয়ারবন্দ আরো সততা রাখব, পেশাজীবীরা, ছাত্র শিক্ষকবন্দ আরো সততা বজায় রাখব ও দেশবাসীর সততার মান আরো উর্ধ্ব রাখব। তাতে অন্যান্য সৎ গুণের অভাব হলে সেটা সততাই অন্যান্য গুণাবলীকে টেনে আনবে। আমি উত্তরে বলি, আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বলে দিবস গেলে করবো নিবেদন আমার ব্যাখার পূজা হয়নি সমাপন। ■





## বিদ্যুৎখাতে টেকসই উন্নয়ন প্রকৌশলী আতহার উদ্দিন তালুকদার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ খাতেই বিশৃঙ্খলা বিরাজমান, তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা অর্জন করতে পারিনি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন। যেহেতু বিদ্যুৎ খাতের সাথে আমার চুয়াল্লিশ বৎসরের বেশী সংশ্লিষ্টতা, সেহেতু এ লেখাটি উক্ত খাত নিয়ে।

মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এ খাতকে লাভজনক করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে সাধুবাদ জানাই। তার আশাবাদ বাস্তবে কার্যকর হোক, সাধারণ জনগণের তা-ই কাম্য। কিন্তু কতদিনে? আজকের কাজ আগামীকাল সম্পাদন করার মধ্যে যেমন কোনো আনন্দ নেই, তেমনি নেই আত্মসম্মতি বা গৌরব। তবে আজ বা কাল এ খাতকে কোনো সরকার লাভবান করে ফেলবেন, আমি আশাবাদী। যিনি করবেন কৃতিত্ব হবার পাশাপাশি

জনপ্রিয়তা বাড়বে তার বা সেই সরকারের। যে কোনো খাতকে লাভজনক করতে হলে সে খাতের উন্নয়ন টেকসই হওয়া আবশ্যিক। কাজটি সহজ নয়। দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীরা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবসার আশায় এ খাতকে টেকসই হতে বাঁধা প্রদান করবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে লোভ সংবরণ করে সদিচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলে বিদ্যুৎ খাতসহ যেকোনো খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। শুধু দরকার একনিষ্ঠ দেশপ্রেম। সকলে মিলে যদি স্বার্থান্বেষীদের দূরভিসন্ধির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া যায় তবেই আসবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। বিদ্যুৎ কে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হলেও আমরা একে চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। দেখা যাক, কেন পারিনি।

নীতি নির্ধারণ:

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার ভিশন নিয়ে সরকার অন্যান্য খাতের জাতীয় নীতি নির্ধারণের মতো বিদ্যুৎ খাতেরও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

করেছেন। বিচক্ষণতার সাথে প্রকল্প নির্ধারণ, প্রণয়ন ও সময়মতো বাস্তবায়নই মূল কথা। চাহিদার পূর্বাভাস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণ, জ্বালানীর ধরন নির্দিষ্টকরণ, লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকেন।

১৯৪৭ এ দেশ ভাগের পর বিদ্যুৎ খাতের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ বৈদেশিক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় করা হচ্ছে, এমনকি সর্বশেষ ২০১৬ সালের ‘পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান’ (সংশোধিত-২০১৮) পরিকল্পনাটি জাইকা (JICA) কর্তৃক প্রণীত। বলতে দ্বিধা নেই, বিদেশীরা আমাদের অর্থনীতিকে গলঃধকরণ করে ফেলেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর যে সকল প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে তার অধিকাংশ লোকসানি বা অকেজো, প্রশাসনিক পুনর্বিদ্যায়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ সমূহ ত্রুটিপূর্ণ।

**জ্বালানি দক্ষতা:**

একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি দক্ষতা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান নির্ণয়ক, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় ৭৫% অর্থ ব্যয় হয় জ্বালানিতে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫৬ টি ইউনিটের মধ্যে ৪টির জ্বালানি দক্ষতা ২০% এর নীচে, ১৯ টির ২০.১%-৩০%, ২৩ টির ৩০.১%-৪০% এবং ১০টির ৪০% এর উপর। সর্বাধিক ৫৬.১৩% দক্ষতা সম্পন্ন ইউনিট হলো হরিপুরের ৪১২ মে. ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি, সর্বনিম্ন ১৮.৬৬% দক্ষতার ইউনিট রংপুরের ২০ মে.ও. গ্যাস টার্বাইন কেন্দ্রটি। স্পষ্টতঃ ১৮.৬৬% এর দক্ষতার ইউনিট ৫৬.১৩% এর দক্ষতার ইউনিট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে প্রায় সমপরিমাণ ব্যয়ে ৬০ মে:ও: বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। উক্ত প্রতিবেদনে এইচএফও (HFO) দ্বারা পরিচালিত শুধুমাত্র জ্বালানি ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রতি ইউনিট ১১.৪৪ টাকা। এ হিসাবে উক্ত তরল তৈল দ্বারা চালিত ২০ মে.ও. এর একটি ইউনিট ৬০ মে.ও. দিয়ে প্রতিস্থাপিত হলে প্রায় ১৭ মাসে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিনিয়োগ মূল্য উঠে আসবে। জ্বালানি ডিজেল হলে বিনিয়োগ উদ্ধার হতে সময় কম লাগবে, প্রাকৃতিক গ্যাস হলে সময় বেশী লাগবে। যেখানে জ্বালানি সাশ্রয় করে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যুতের মূল্য ব্যাপক হারে কমানোর সুযোগ আছে, তা আমরা কাজে লাগাব না কেন! নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, ৬২.১% এর কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। অধিক দক্ষতার টার্বাইন যেহেতু বাজারে পাওয়া যায়, আমরা কম দক্ষতার টার্বাইন কেন চালু রাখব! ২০০৮ সনে সিদ্ধিরগঞ্জে ২৭% দক্ষতাপূর্ণ ৫০ মে.ও. এর একটি ইউনিট ২৫.১৩% দক্ষতার দুটি ১২০ ক্ষমতার ইউনিট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা

হয়েছে। দক্ষতা প্রায় সমান হওয়াতে এখানে প্রকল্প প্রণয়নে দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়া হয়নি। জাইকার পরিকল্পনায় ৪০% এর নিম্নের দক্ষতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চতর দক্ষতার দ্বারা প্রতিস্থাপন করার জন্য সুপারিশ (এটা ভাল সুপারিশ) করা হয়েছে। দাতাদের অর্থে-পরামর্শে দাতা কর্তৃক সরবরাহকৃত স্বল্প জ্বালানী দক্ষতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র দাতারাই এখন উপদেশ দিচ্ছে প্রতিস্থাপনের। খেলা! এ এক অদ্ভুত খেলা! দাতা ভাইদের সুদূর প্রসারী ব্যবসার খেলা। এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে দেশীয় পুঁজিবাদ ও আমলাতন্ত্র।

এখন প্রশ্ন হলো, কম দক্ষতার টার্বাইন কেন স্থাপন করা হয়েছিল। অবশ্যই, শুরু থেকে আমরা দাতাদের শর্তের গ্যাঁড়াকলে আটকে আছি। দাতারা আমাদেরকে অর্থ দিচ্ছে এটাই বড় কথা, আমরা খুশিতে বাক বাকুম, কি শর্তে দিচ্ছে তা যেন খতিয়ে দেখার বিষয় নয়! নীতি নির্ধারকদের মাথায় তখন একটি বিষয়ে গুরুত্ব পেয়েছে, তা হ'ল কত টাকা ঋণ বা বিনিয়োগের বিপরীতে কত উৎপাদন ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র পেলাম এটাই বড় কথা, জ্বালানি দক্ষতা বিবেচনা করার দরকার কি! একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, তা হলো গ্যাস স্বল্পতা দেখা দিবে বা আমরা জ্বালানী সঙ্কটে পড়ব তা স্বাধীনতার পর পর হয়তবা পরিকল্পনাবিদরা ভাবেননি।

**ঋণচুক্তি সম্পাদন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :**

বিদ্যুতের মূল্য “ঋণচুক্তি সম্পাদন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন” কাজের স্বচ্ছতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, যা সময়মত সম্পন্ন না হলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়। এ কাজে থাকে দাতাদের প্রভাব ও পরামর্শ। উদাহরণ দেয়া যাক। জাপানি অর্থায়নে ১৯৮০ সনে ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত খুলনা ৫৬ মে. ও. বিএমপিপি (BMPP) চালু হবার পর নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, হাই প্রেসার কম্প্রেসর এর অধিক গতি (১০,৫৮৮ আরপিএম) থাকার কারণে কম্পন জনিত সমস্যায় টার্বাইন বন্ধ হয়ে যাওয়া, এইচজিপিপি (HGPP- Hot Gas Path Parts) অংশে গরম বাতাসের সিল ক্ষয়ে যাওয়া, খুচরো যন্ত্রাংশের দুস্প্রাপ্যতা ইত্যাদি। ১৯৮৩ সাল নাগাদ জাপানি সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান আইএইচআই (IHI) ২য় বিএমপিপি সরবরাহ করতে চাইলে মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটির সম্ভবতা যাচাই এর জন্য বিউবো এর মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের মতামত এর জন্য যথারীতি তা খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। কেন্দ্রটি পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক এধরণের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২য় টি স্থাপনের ঘোর বিরোধীতা করলাম। বোর্ড আমাদের মতামত মন্ত্রণালয়ে জানিয়ে দিল।



আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল একই প্রকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশে আর নির্মিত হবে না। কিন্তু বিঁধি বাম। বছর ঘুরতে না ঘুরতে জনাব উয়েমাতসু, গ্যাস টার্বাইন বিশেষজ্ঞ, আইএইচআই চুক্তি মোতাবেক বিএমপিপি পরিদর্শনে আসেন। আমি তখন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্মরত। কক্ষে প্রবেশ করেই লেখককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ‘আতা, চট্টগ্রামে ২য় বিএমপিপি আসছে।’ আমি তার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম! টেবিলের উপর হাতের নাগালের মধ্যে রাখা পানির গ্লাসে মুখ ছোঁয়লাম, ঢোক গিলতে গিয়ে মনে হল পানি পাকস্থলীতে যেতে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে, ভেজা গলায় স্বর আটকানো কণ্ঠে বললাম, ‘একই রকমের বিদ্যুৎ কেন্দ্র না বসানোর সুপারিশ আমরা করেছিলাম। তোমাদের ২য় প্রকল্প তো অনুমোদিত হবার কথা না, এটা কিভাবে সম্ভব হল! জবাবে জাপানি প্রকৌশলী যা বললেন তার সার সংক্ষেপ হল, তোমরা কে কি লিখেছ তা আমরা জানি। প্রকল্পটির আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা যখন ক্ষীণ হয়ে আসছিল আমাদের রাষ্ট্রদূত কূটনৈতিক চ্যানেলে তখন তোমাদের সরকার প্রধানকে বলেছিল, তোমরা যদি এ ঋণ গ্রহণ না কর তা হলে ভবিষ্যতে জাপান সরকার তোমাদের সব আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিবে। এভাবে আমরা প্রকল্পটি পেয়ে যাই। আমি শুনে আরো হতবাক! আমি বললাম, একই রকমের টার্বাইন না দিয়ে একটা পরিষ্কীত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরবরাহ করার জন্য তোমরা ঋণ দিতে পারতে।

জাপানি বিশেষজ্ঞ জানালেন, এ ধরনের প্রকল্পে আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে উৎপাদনযোগ্য কিছু যন্ত্রপাতি থাকবে। সামনের দিনগুলোতে আমাদের লোকবলের হাতে কোনো কাজ নেই। আমাদের জনবল ছাঁটাই হলে শ্রমিক অসন্তোষ হতে পারে, এতে সরকার বিপাকে পড়বে এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। বেকারত্ব ও সরকারের জনপ্রিয়তার মতো স্পর্শকাতর বিষয়াদি জড়িত থাকার কারণে জাপান সরকার এ প্রকল্পে অর্থায়ন করতে বদ্ধপরিকর। এতক্ষণে, ঋণ দেয়া-নেয়ার বিষয়ে আমার কিছু ধারণা হ’ল। গ্রহীতা কেঁদে কেঁদে মারা গেলেও দাতা ঋণ বা অনুদান দিবে না যদি কিনা তার স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে।

পরিশেষে যা ঘটল তা ঘটল। ২য় বিএমপিপি ১৩/১০/১৯৮৬ তে চালু হল। বাস্তবতা হল, উৎপাদন ক্ষমতা কমতে কমতে খুচরো যন্ত্রাংশের অভাবে একদা বিএমপিপি দুটি বন্ধ হয়ে গেল। ২০০৮ সাল নাগাদ কর্তৃপক্ষ অকেজো মালামাল হিসাবে খুলনার কেন্দ্রটি নিলামে বিক্রি করে দেয়, চট্টগ্রামের বিএমপিপি নিলামে উঠার প্রহর গুনছে। খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও সেবা প্রদানের বিষয়ে সরবরাহকারীর সাথে বিউবো এর দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি না থাকা

বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ বলে। প্রকল্পভেদে ঋণচুক্তি ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে থাকে। যেমন, বৃহত্তর খুলনা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ঐ প্রকল্পে ১৯৯৬ সন থেকে প্রায় ৪ বৎসর আমি কাজ করেছি। উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সংস্কার, বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দরপত্র আহবানে বিলম্ব হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে সাহায্য দাতা প্রতিষ্ঠান কাজের পরিধি কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করার প্রস্তাব করল।

বলাবাহুল্য, পরামর্শকারী প্রতিষ্ঠান দাতাদের সঙ্গে একমত হয়ে বলে দিল, কাজের পরিধি না কমালে তারা ঋণচুক্তি বাতিল করে দিবে। কিন্তু ইতোমধ্যে পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। সরকার ক্ষেত্রবিশেষে জরিমানা সহ ঋণের কিস্তি ও পরামর্শকের কিছু বিল পরিশোধ করেছে। নানাবিধ জটিলতা এড়াতে কর্তৃপক্ষ সমপরিমাণ অর্থে সংশোধিত আকারে প্রায় অর্ধেক কাজ করাতে রাজী হলো। EXIMP ব্যাংক, কোরিয়া এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ঋণচুক্তিটি ছিল জাতীয় স্বার্থবিরোধী। চুক্তিতে দরপত্র আহবান, দরপত্র বাছাই, কার্যাদেশ প্রদান, এলসি খোলা, মালামাল খালাস ও সাইটে পৌঁছানো, নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্তি ইত্যাদি সকল কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। সিডিউল মোতাবেক কাজের অগ্রগতি হোক বা না হোক ঋণচুক্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সুদসহ কিস্তির অর্থ পরিশোধের শর্ত ছিল, ব্যর্থতায় জরিমানা। ঋণচুক্তি এমন কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিল যাতে আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতারিত হবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ না থাকে। যেমন, দাতা দেশের ইপিপি ঠিকাদার ব্যতিরেকে অন্য কোনো দেশের ঠিকাদার দরপত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না (এতে প্রতিযোগিতা মূলক দর পাওয়া যায় না), সংশ্লিষ্ট দেশের পরামর্শক ব্যতিত বাইরের কোনো পরামর্শক নিয়োগ দেয়া যাবে না, পরামর্শকগণ নিজ দেশে থেকে কাজ করতে পারবেন (এ ক্ষেত্রে পরামর্শকের কাজ যাচাই না করে বিল দিতে হয়) ইত্যাদি।

আমি যখন কাজে যোগদান করেছিলাম তখন আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়েছিল, তবে পাশাপাশি চলছিল জরিমানাসহ ঋণের কিস্তি পরিশোধের তাড়াহুড়া। অনেক কাঠ-খড় পেরিয়ে দরপত্র আহবান করার পর দেখা গেল, কোরীয় ৩ টি প্রতিষ্ঠান বিডিং এ অংশগ্রহণ করেছে এবং ঋণ প্রদানকারী সংস্থা, স্যামসাং কর্পোরেশন, সর্বনিম্ন দর দাখিল করেছে। সহজেই অনুমেয় দরপত্র দাখিল প্রক্রিয়ায় যোগসাজস হয়েছে। ইচ্ছে মার্কিন দর উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সর্বনিম্ন দরদাতা একটি দেড় টনের

উইন্ডো টাইপ এয়ারকন্ডিশনারের দর দাখিল করেছেন ৬৫ লাখ টাকা, ঐ সময় উক্ত রেটিং এর একটি এয়ারকন্ডিশনারের বাজার মূল্য ছিল ৫৮ হাজার টাকা। এভাবে সিডিউলে উল্লেখিত প্রতিটি সরঞ্জামের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বাজার মূল্যের কয়েকগুণ বেশি ধরা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বোঝা গেল অতিরিক্ত মুনাফার আশায় তারা কাজের পরিধি কমানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। পিছু হটার কোনো উপায় নেই! বোর্ড বাধ্য হলো দরপ্রস্তাব গ্রহণ করতে। পাঠক সমাজ উপলব্ধি করুন অবস্থাটা, কাজের পরিমাণ কমে হ'ল অর্ধেক কিন্তু মূল্য দিতে হলো পুরো কাজের। এ ধরনের ঋণের বা কাজের মারাত্মক ঋণাত্মক দিক হলো কিছুদিন পর যখন অবশিষ্টাংশের কাজ হাতে নেয়া হয় তখন কয়েকগুণ বেশি অর্থ গুণতে হয়। এটাই স্বাভাবিক, সময়ের সাথে মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে মালামাল ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এভাবেই অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে ধনী দেশগুলি দ্বারা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলো শোষিত বা প্রতারিত হচ্ছে।

মাননীয় তোফায়েল আহম্মদ শিল্প মন্ত্রী থাকাকালীন বলেছিলেন, সাহায্যের অর্থ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য যে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক তা আমরা যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছি। বিলম্বে কাজ সমাপ্তির কর্তন পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে এমন আরেকটি প্রকল্পের নাম সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৩ বৎসরের কাজ ১৩ বৎসরে শেষ হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমদানি করা কিছু যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরেছে। চালু করার পর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি খুব কম সময় পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে সর্বশেষ ১২০ মে.ও. নেমে আসে। এ সকল সমস্যার সমাধান কি? একটি হতে পারে, বিদ্যুৎ খাতে যতটুকু সম্ভব নিজস্ব তহবিলের জোগান দেয়া, সংকুলান না হলে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায় এমন তহবিলের অন্বেষণে থাকা। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পে যেসকল দেশ বা সংস্থা অর্থায়ন করে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ভারত, চায়না, দক্ষিণ কোরিয়া, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, এসএফডি (SFD), কেএফডি (KFD), ওএফআইডি (Opec Fund For International Development) ইত্যাদি।

কেএফডি এর অর্থায়নে পূর্ব-পশ্চিম বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল যার দ্বারা বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবে উপকৃত হয়েছিল বা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের তহবিল কাজে লাগাতে পারলে প্রকল্প ব্যয় কম হবে এবং বিদ্যুতের

মূল্য বহুলাংশে কমে যাবে। আরব দেশগুলো ভারী বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক সরঞ্জাম উৎপাদন করে না। সঙ্গত কারণে ঋণচুক্তি সম্পাদন কালে তারা সংশ্লিষ্ট দেশের মালামাল বা ঠিকাদার দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে এমন শর্ত জুড়ে দিবে না। তাই যতটা সম্ভব মধ্যপ্রাচ্যের তহবিল ব্যবহার করে আমাদের প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করা উত্তম।

বিতরণ প্রকল্প :

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণ প্রকল্পগুলোর কাজ যেন শেষ হয়েও হয় না। ৭০ দশকে শুরু হওয়া বৃহত্তর খুলনা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্পের কাজ এখনো ভিন্ন নামে চলছে। বিতরণ প্রকল্পে কাগজে কলমে এমন কিছু লাইন নির্মাণ দেখানো হয়েছে বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। এক সংস্থার মালামাল গুদামঘরে মজুদ থাকা অবস্থায় অন্য সংস্থা সেই মালামাল ক্রয় করে। একই প্রতিষ্ঠান এর এক দপ্তর জানে না অন্য দপ্তরের গুদামে কোনো ধরনের মালামাল কতটুকু মজুদ আছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা কেন্দ্রীয় ভাবে সংরক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন। এতে আন্তঃদপ্তর অনলাইনে গুদামজাত দ্রব্যাদির তথ্য আদান প্রদান সহজ হবে। সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রা। দেশে বর্তমানে ৬টি বিতরণ সংস্থা কাজ করছে, দাতাদের পরামর্শে আরও কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। সকল বিতরণ প্রতিষ্ঠান একটি মাত্র প্রশাসনিক কাঠামোতে ন্যস্ত থাকলে প্রচুর অর্থের সাশ্রয় হবে। যতবেশী কোম্পানি তত বেশি মালামাল বিক্রয়। সারমর্ম, আরও ব্যবসা! বিদেশীদের সঙ্গে কাজ করে আমার ধারণা হয়েছে যে ব্যবসার ধান্দা ছাড়া ওরা মিলি মিটারের ভগ্নাংশ পরিমাণ ঠোঁটের অবস্থান পরিবর্তন করে না।

ক্রয় প্রক্রিয়া :

সরকারি খাতে সকল ক্রয় পিপিআর (PPR) অনুযায়ী হয়ে থাকে। পিপিআর এ জরুরী প্রয়োজনে ডিপিএম (DPM) পদ্ধতিতে ক্রয় বা প্রকল্প বাস্তবায়নের বিধান রাখা হয়েছে। খোলা দরপত্রে প্রতিযোগিতা মূলক দর পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৯৭-১৯৯৯ সালে খুলনা ৬০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওভারহালিং কাজ খোলা দরপত্র আহবান করে স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির মূল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ১৩৫ কোটি টাকা দর উদ্ধৃত করেছিল। চায়না গুয়াংজু ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এন্ড টেকনিক্যাল কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান ৪৫ কোটি টাকা মাত্র দর উল্লেখ করে সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়ে কার্যাদেশ পেয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পাদন করে। বলা বাহুল্য, কাজ শেষে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ভালই চলছিল। ২০১৩

সালে দরপত্র ছাড়া ১০০ মে.ও. এর একটি রেন্টাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে আমি ইপিসি (EPC) ঠিকাদারের পরামর্শক হিসাবে কাজ করেছিলাম। উক্ত ঠিকাদার একপর্যায়ে আমাকে জানিয়ে ছিলেন ওভার ইনভয়েসের কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্যক্তাকে তিনি তার মালয়েশিয়ার ব্যাংক একাউন্টে ত্রিশ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। কি মজা! বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বা চালু হওয়ার পূর্বেই ব্যবসা, তা আবার ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রায় নিরাপদে নিজস্ব হিসাবে জমা হয়ে যায়। নির্দিধায় বলা যায়, এই সব অপচয়ের অর্থ বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির নামে গ্রাহককে গুণতে হয়। সন্দেহ নেই, সঠিক তদন্ত হলে পাহাড়সম দুর্নীতির লোমহর্ষক অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। তাই বলব, জরুরী খাদ্য ও ঔষধ ব্যতীত সব খাতে ডিপিএম পদ্ধতি বাতিল করা হোক। উক্ত দুই খাত বাদে অন্য খাতে ডিপিএম পদ্ধতিতে জরুরী কোনো ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বুঝতে হবে বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে বা বাস্তবায়নে ক্রটি আছে।

গুণগত মান, স্পিনিং রিজার্ভ :

২০১৮ ও ২০১৯ অর্থ বৎসরে জাতীয় গ্রীডে যথাক্রমে ২৮৭ ও ২৪৫ বার আংশিক বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছে। গ্রাহক নির্ধারিত হারে বিল পরিশোধ করে, বিনিময়ে তারা বিদ্যুৎ চায় না। অথচ ভাগ্যে তা জোটে। নিশ্চয়ই এ সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই। ধরা যাক, একটি দেশের সর্বোচ্চ চাহিদা ৯০ মে.ও. এবং জাতীয় গ্রীডে ২.৫ মে.ও. এর আটটি, ৫ মে.ও. এর ছয়টি এবং ১০ মে.ও. এর চারটি অর্থাৎ মোট ৯০ মে.ও. এর জেনারেটর চালু রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। স্পিনিং রিজার্ভ না থাকতে এ সিস্টেমটি সুস্থির নয়। এখানে প্রয়োজন স্পিনিং রিজার্ভ হিসাবে আরো ১০ মে.ও. এর একটি জেনারেটর চালু রাখা। এতে গ্রীড স্থিতিশীল হবে। এ অবস্থায় ইউনিটগুলো ৯০% ক্ষমতায় লোড ভাগভাগি করে চালু থাকবে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে থাকবে। এরূপ সিস্টেমে সর্বোচ্চ ক্ষমতার ইউনিট কোনো ক্রটির কারণে বন্ধ হলেও লোডশেডিং হবে না।

স্পিনিং রিজার্ভ গ্রীডে চালু সর্বোচ্চ ক্ষমতার ইউনিট এর সমান হতে হবে। দৃঢ় বর্তীষ্ণুতার খাতিরে এ রিজার্ভকে সমর্থন করার জন্য আরো ১০মে.ও. এর একটি ইউনিট প্রস্তুত রাখতে হবে এবং ধরে নিতে হবে গ্রীড নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতার সমান একটি বা একাধিক ইউনিট সর্বদা ওভারহালিং বা সংরক্ষণে থাকবে। এ পদ্ধতিতে রিজার্ভ মার্জিন ৩৩.৩৩%, সর্বোচ্চ ৯০ মে.ও. চাহিদার বিপরীতে স্থাপিত ক্ষমতা দেখানো হয়েছে ১২০ মে.ও.। গ্রীড নেটওয়ার্কে সংযোজিত ইউনিট গুলো

পরস্পরের গুণনীয়ক বা গুণিতক হলে এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে যার পর নাই সুবিধা হয়। আমাদের ইউনিট গুলো এ রূপ ভেবে চিন্তে নির্বাচন করা হয়নি, মানা হয়নি গাণিতিক সূত্র। কোনোটির স্থাপন ক্ষমতা ২০ মে.ও., কোনোটির ৩৩, ৭১, ১০৮, মে.ও. ইত্যাদি। স্থাপন ব্যয়, ক্যাপাসিটি চার্জ ইত্যাদি প্রদেয় হবার কারণে রিজার্ভ মার্জিন যত বেশি হবে বিদ্যুতের মূল্য আনুপাতিক হারে তত বাড়বে।

জাইকার মতে রিজার্ভ মার্জিন ২০-২৫% হতে পারে, ২০১৭ সালে ছিল ১৮%। তবে জাইকার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ২০২৫ সাল নাগাদ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলে রিজার্ভ মার্জিন ২০৩৫ সালে ২৫% থেকে কমে ১২% হবে এবং ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই বজায় রাখা যাবে। গ্রীড নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বা প্রটেকটিভ যন্ত্রপাতি যথা রিলে, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করলে গ্রীড দৃঢ়ভাবে স্থিতিশীল হবে, এতে মার্জিন কমানো যাবে। স্পিনিং রিজার্ভ থাকা ও প্রটেকটিভ ডিভাইস এর সঠিক কার্যকারিতা বিদ্যুতের গুণগত মান নিশ্চিত করে।

বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ :

২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিইআরসি (BERC) ৫.৩ শতাংশ হারে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দেন, যা মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে। এ নিয়ে দেশ স্বাধীন হবার পর ৩৪ বার ও ১০ বৎসরে ৮ বার বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হলো। এর আগে ডিসেম্বর ২০১৯ এ বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর গণশুনানী শেষ হয়। যদিও শুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ সাধারণত খুব কমই আমলে নেয়া হয়।

মূল্য বৃদ্ধির যুক্তি হিসেবে আমদানীকৃত কয়লার উপর ভ্যাট, গ্যাসের উপর ডিমান্ড চার্জ আরোপ, ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান, বৈদেশিক ঋণের সুদ প্রদান ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। যারা ভ্যাট ও ডিমান্ড চার্জ আরোপ করেছেন তারাই সেই অজুহাতে মূল্য বৃদ্ধি করল। দেশে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী, তাই কম দক্ষতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলির চুক্তি আর নবায়ন না করা উত্তম। জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তযুক্ত তহবিল ব্যবহার না করে কম সুদের তহবিল পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ দাতাদের সংগে দর কষাকষি করতে পারে। খোলা দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রকল্প ব্যয় উল্লখযোগ্য ভাবে কমে যাবে। তাছাড়া বাহুল্য খরচ বাদ দিতে হবে। শূন্যেই বিদ্যুৎ ভবনের বহিরাংশ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ওয়াপদা ভবনের সিলিংএ কাঠের খোদাই এর কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে।

এছাড়া রয়েছে মোজাইক ভেঙ্গে টাইলস বসানোর কাজ, আবার টাইলস ভেঙ্গে উন্নত মানের টাইলস বসানোর মত অপ্রয়োজনীয় কাজ। এ সকল অপ্রয়োজনীয় কাজ হাতে নিয়ে একদিকে অর্থের অপচয়, অন্যদিকে মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তা উদ্ধার। গণ শুনানীতে দাম বাড়ানোর পক্ষে কোনো যুক্তি দেখাতে পারেনি প্রস্তাব নিয়ে আসা বিতরণ কোম্পানীগুলো। ক্যাবের পক্ষ থেকে জনাব এম শামসুল আলম বলেন, অযৌক্তিক ব্যয় কমানো গেলে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হত না। তিনি আরও বলেছেন, মূলত বিদ্যুৎ খাতে যে লুটপাট চলছে তা অব্যাহত রাখতে অযৌক্তিক ব্যয় থেকে সরে আসার চেষ্টা করেনি বিইআরসি। জনাব আলমের বক্তব্য সমর্থন যোগ্য। প্রসংগক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। একদা ঘটনাক্রমে বিইআরসি এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আমার পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল। আমার পরিচয় জানার পর উনি বললেন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিইআরসির একটি অধীনস্ত সংস্থা। অস্বীকার করবনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য বা যে উদ্দেশ্যে বলুন না কেন ওনার বক্তব্যটি অবশ্যই সত্য। বিদ্যুৎ খাতের ১৯টি সংস্থা সবই বিইআরসি অধীনস্ত।

আমি মোলায়েম সুরে উনাকে প্রশ্ন করলাম, মহোদয় আপনি কি আপনার অধীনস্ত লোকসানি প্রতিষ্ঠান গুলোকে লাভবান করার জন্য কখনও কোনো পরামর্শ দিয়েছেন, বা এগুলো কেন লোকসানি তা জানতে চেয়েছেন? ভদ্রলোকের কোনো উত্তর নেই। এতে কি বুঝা গেল! কোনো সংস্থায় কি অপচয় হচ্ছে এ বিষয়ে উনার কোনো ধারণা নেই, নতুবা তিনি সবই জানেন কিন্তু নিজের চাকরি বাঁচানোর খাতিরে কাউকে কিছু বলবেন না। কর্তব্যজ্ঞিরা যদি এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন বা ভীতু হন তাহলে বিদ্যুতের বর্ধিত বিল দিতে দিতে আমরা যারা ক্লান্ত হব তারা কোথায় যাব? বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপনকারী সংস্থাগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়ায় ত্রুটি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা বিইআরসির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

মিতব্যয়িতা :

মিতব্যয়িতা ইসলামের বিধান। দেশ স্বাধীন হবার পর কেবল যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা পর্যন্ত দপ্তরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার করার অধিকারী ছিলেন। ১৫ মার্চ ২০২০ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশপত্রে সকল স্তরের সরকারি, আধাসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন বলে বলা হয়েছে। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যুতের অপচয় হতে পারে। তবে বিদ্যুৎ খাতের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো ১৫ মার্চ ২০২০ এর অনেক পূর্ব থেকে পুরো দপ্তরে কেন্দ্রীয় ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করে আসছে। অপচয়ের আর একটি

উদাহরণ হল, বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের হিড়িক। বিদ্যুৎ সেক্টরে কর্মরত সকল শ্রেণির কর্মচারি ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করে আসছিল। গত ১০/০৩/২০২০ তারিখ এক আদেশবলে তা বাড়িয়ে ৪০০ ইউনিট করা হয়েছে! ইহার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? এতে অপচয় বাড়বে। বলা বাহুল্য, যে কোনো ধরনের অপচয়ের ভার মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে বহন করতে হয়।

শুভঙ্করের ফাঁকি:

ডেসকো ও পিজিসিবি ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। এ দুটি সংস্থার শেয়ার হোল্ডারদেরকে কর্তৃপক্ষ লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। কেন দেয়? লাভ করে বিধায় দেয়। হিসাব নিকাশ করে দেখানো হয় ওগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক প্রতিবেদন হতে জানা যায় ডেসকো ও পিজিসিবি ২০১৮ - ২০১৯ অর্থ বৎসরে নীট মুনাফা করেছে যথাক্রমে ১৪১.০৮ ও ৩৮৩.৯৯ কোটি টাকা, লভ্যাংশ দিয়েছে ৪৭.৭১ ও ৭৮.৩৫ কোটি টাকা। ডেসকো বিউবো বা সরকারের নিকট হতে কম দামে বিদ্যুৎ ক্রয় করার পর গ্রাহকের নিকট বেশি দামে বিক্রয় করে লাভ করে থাকে। পিজিসিবি বিউবো এর উৎপাদিত বিদ্যুৎ বহন বা সঞ্চালন করে বিতরণ কোম্পানির দরজায় পৌঁছানোর জন্য বিউবোর নিকট হতে হুয়িলিং চার্জ বা সঞ্চালন মূল্যহার পায়। নিজস্ব ব্যয় সংকুলানের পর সে কিছু অর্থ সাশ্রয় করে, এটি তার মুনাফা। এ দুটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। বেশ ভাল! "বাঙ্গালীকে হাইকোর্ট 'দেখানোর জন্য চমৎকার ব্যবস্থা! কেবলমাত্র অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান নয় সকলে মিলে পুরো বিদ্যুৎ খাতকে লাভবান করতে পারলে বুঝবো একটি কাজের কাজ হয়েছে, সংশ্লিষ্টরা হবেন প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। লেখকসহ জাতি হবে পরিতৃপ্ত, ধন্য।

অলস বিদ্যুতের বোঝা ও ভর্তুকি :

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশই অলস থাকছে। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩খ্রি. ক্যাপটিভ, নবায়নযোগ্য উৎপাদনসহ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মোট স্থাপিত সক্ষমতা ২৫ হাজার ৯৫১ মেগাওয়াট। ক্যাপটিভ বাদে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩খ্রি. প্রকৃত উৎপাদন ছিল মাত্র ৯ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট এবং এই দিনে সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ২৫ হাজার ২১১ মেগাওয়াট। গ্রীষ্মকালে, ২০২৩ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ছিল ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট। এই হিসাবে প্রায় ৬১ শতাংশ স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের সক্ষমতা অলস পড়ে থাকছে। যদিও বিদ্যুৎ খাতের মাস্টারপ্লানে মোট স্থাপিত সক্ষমতার ২০ থেকে ২৫ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অলস বসিয়ে না রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর ফাইন্যান্সিয়াল

এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই বেসরকারি কোম্পানিগুলো ১০ বছরে উঠিয়ে নিয়েছে ৫১ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা। অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ২০১৮ সালে পিডিবি ক্যাপাসিটি চার্জ গুনেছে ৬ হাজার ২৪১ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে ৮ হাজার ৯২৩ কোটি টাকা। ভর্তুকির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগার এভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিবাদীদের হাতে। এর মাশুল দিচ্ছে সাধারণ মানুষ, ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধে বাধ্য হয়ে। ভর্তুকির এই অর্থ অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হতে যে পারছে না, সেটাও আরেক ক্ষতি। এই আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। ১০বছরে বিদ্যুত খাতে সরকার ৫২ হাজার ২৬০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মহোদয় (১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পরে)।

সম্প্রতি ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাব বলেছে যে বিদ্যুৎ খাতে অন্ততঃ সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব। তাদের গবেষণায় অলস বসে থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বাবদ ২ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এছাড়া সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা খরচ বাড়িয়ে দেখিয়েছে বলেও তুলে ধরে ক্যাব। ক্যাবের জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, বিদ্যুৎ খাতভুক্ত সকল সংস্থা ও ইউটিলিটিকে দুর্নীতিমুক্ত ও ব্যয় কমানোর জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিইআরসি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এবং উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সকল ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদে প্রকাশ, ২০২০ এর ১ মার্চ থেকে কার্যকরীতায় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পরও সরকারকে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে।

প্রশাসনিক সংস্কার :

মাথার ভার সহ্য করতে না পেরে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রশাসন যন্ত্র আজ ন্যূজ, সোজা করতে গিয়ে এটাকে আরো ভারী করা হচ্ছে। ১৯৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিদ্যুৎ অধিদপ্তরকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুমুখী করার উদ্দেশ্যে একটি আইনের আওতায় পাকিস্তানের পানিও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা) গঠিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান বিদ্যুৎ অধিদপ্তর, EPWAPDA তে একীভূত হয়েছিল এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ যখন কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সচল হয় তখন এর ক্রিয়াকলাপ সার্বজনীন হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে বিউবো রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫৯ দ্বারা ১৯৭২ সালের ১ মে EPWAPDA কে দ্বিখন্ডিত করে গঠন করা হয়েছিল। মাত্র ২০০ মেঘাওয়াট স্থাপিত

ক্ষমতা নিয়ে বিউবো যাত্রা শুরু করেছিল। এখন এই প্রতিবেদনটি লেখার সময়, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩খ্রি. দেশের স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৯৫১ মে.ও. হয়েছে। এযাবৎ সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছে ১৯ এপ্রিল ২০২৩খ্রি. ১৫,৬৪৮ মে.ও. এবং উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২২,৫৬৬ মেগাওয়াট। ২০৪১ সাল নাগাদ সর্বোচ্চ ৮২,২৯২ মে. ও. (পূর্বাভাস) চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ক্ষমতা ধার্য করা হয়েছে ৯৪,১৬০ মে.ও.। এসব বর্তমান সরকারের অর্জন। কিন্তু দাম কত? আমরা কি এটি ছাঁটতে পেরেছি? উত্তরটি না বোধক।

বিশ্লেষণ করা যাক। বিদ্যুৎ ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে একটি মাথাভারী প্রশাসন সম্বলিত বৃহৎ সংস্থা। আসুন একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি মটরের বিয়ারিং খোলা ও স্থাপন কাজের জন্য একজন ফোরম্যানের তত্ত্বাবধানে ৩ জন জনবল (সাধারণত ফিটার) প্রয়োজন। এবং ধরণ, ওভারটাইম মজুরির ভিত্তিতে স্বাভাবিক কাজের সময়ের বাইরে কাজটি জরুরীভাবে সম্পন্ন করা দরকার। উল্লেখযোগ্য যে, ওভারটাইম মজুরি স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার মজুরির হারের দ্বিগুণ (মধ্য প্রাচ্যের উক্ত মজুরী স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার মূল্যের সমান)। মনে করি, বিভাগটির জনবল শক্তি ৭জন। একজন ফোরম্যান এবং ৬ জন ফিটার। ধরণ, ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ৪ জন কর্মী বা জনবল দিয়ে কাজ শুরু করলেন, অবশিষ্ট ৩ জন কর্মী নিযুক্ত করলেন না। সাময়িক কর্মহীন ৩ জন তখন বলবে, ওদের পরিবার আছে, আমাদের নেই, ওরা খাবে আমরা খাব না ইত্যাদি। এমতাবস্থায়, ট্রেড ইউনিয়ন তিনজন ফিটারের পক্ষে স্লোগান দিয়ে ধর্মঘট শুরু করবে। দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে তখন ঐ ৩ জনকেও কাজে লাগাতে বাধ্য করা হয়, যদিও তিনি নিশ্চিত যে বর্ণিত কাজটি সময়মতো এবং সুচারুভাবে ৪ জন কর্মী দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব।

এ পরিস্থিতিতে যারা কর্মমুখর তারা বিরক্ত হবেন। অতিরিক্ত তিনজন লোক যাদের কাজ করার সুযোগ নেই তারা কিভাবে সময় কাটাবে! যারা নিবিড়ভাবে কর্মে নিয়োজিত তাদের সামনে ৩ জনে চা খেয়ে, গল্প করে বা নেচে গেয়ে সময় কাটাবে। এতে কাজের অগ্রগতিতে বিলম্ব হবে। ৪ জন শ্রমজীবী মানুষ অলস ৩ জনের সময় কাটানোর ধরণ বা কর্মকাণ্ড দেখে ভাববে, এরাইত ভালো আছে, আমরা কঠিন পরিশ্রম করে যে মজুরী পাব ওরা ৩ জন শুধু গল্প করে সময় কাটিয়ে সেই মজুরী পাবে। এরূপ ঘটনা ওয়ার্কিং গ্রুপের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, তাদের কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে, ফলে কারখানার শাটডাউন দীর্ঘায়িত হতে পারে

ও আমি মনে করি পাঠকরা অপ্ৰয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কুফল বুঝতে পেরেছেন। এটি কেবল ফ্যাক্টরি বা মাঠ পর্যায়ের জন্য নয়, সদর দফতর সহ সংস্থার সকল স্তরের দপ্তর বা বিভাগের জন্য প্রযোজ্য। আমি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কঞ্জিউমার এফেয়ার্স হিসেবে ০৩/১২/২০০৭ থেকে ১৩/০৯/০৮ পর্যন্ত বিউবো তে কর্মরত ছিলাম। আমার কাজ ছিল গ্রাহকের অভিযোগ শোনার পর তাদের সমস্যা সমাধান কল্পে ব্যবস্থা নেয়া। আমি কোনো গ্রাহকের অভিযোগ কোনোদিন পাইনি। উক্ত দপ্তর ত্যাগ করার সময় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আলোচ্য পদটির বিউবো তে মোটেই প্রয়োজন নেই, এটি কেবল একজন চাকুরিজীবীর অযথা সময় বা শ্রমঘণ্টা নষ্ট করে। উক্ত পদে আমার চাকরির সময়কালে আমি বিউবো এর পক্ষে দুটি সভায় অংশ নিয়েছি, একটি বাংলাদেশ সচিবালয়ে চেয়ারম্যান, বেসরকারিকরণ বোর্ডের সভাপতিত্বে এবং অন্যটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চেয়ারম্যান, বেসরকারিকরণ বোর্ড মহোদয় বিউবোর প্রতিনিধিকে আলোচনায় অংশ নিতে আহ্বান করেননি। মূলত বিউবো এর প্রতিনিধির উক্ত সভায় মতামত প্রদানের কোনো বিষয় ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৈঠকে আরইবির পক্ষ থেকেও একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির আওতায় থাকা একটি বাড়ি প্রদান করা হয়েছে এমন সুবিধা ভোগীকে কিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালক মহোদয় জানালেন, পিডিবি বা আরইবি থেকে যে কেউ একজনের কথা বলার সুযোগ আছে। আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম। একই সাথে আরইবির প্রতিনিধি কথা বলার জন্য হাত তুলেছিলেন। প্রকল্প পরিচালক সাহেব “কাকে বলার অনুমতি দিবেন” তা নিয়ে উভয় সংকটে পড়ে যান। এটি একটি একক পদে দুই জন প্রার্থী নিয়োগ বা জনবলের ভিড়ের আরও একটি উদাহরণ। অবশেষে অনুষ্ঠানে আরইবির কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন। বক্তা নির্বাচনের প্রক্রিয়াতে কালক্ষেপন হয়েছে।

আমি প্রধান প্রকৌশলী, সার্ভিসেস হিসেবে ০৩/০৫/২০১০ থেকে ২৭/১২/২০১০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকালীন সময় কখনও কখনও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে অন্য দপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বও পালন করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে, অধীনস্থ সমস্ত কর্মীসহ দুটি প্রধান প্রকৌশলীর পদ বিলুপ্ত করা হলে সংস্থার প্রতিদিনের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। চাকুরিতে থাকাকালীন আমি কয়েকটি পরিদপ্তর সৃষ্টির ইতিহাস বা রহস্য জানি। যখন একজন

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা চেয়েছিলেন যে নিম্ন পদে চাকরিরত তার নিকটাত্মীয়কে উপযুক্ত উচ্চপদে উন্নীত করা দরকার তখনই একটি পরিদপ্তর খুলে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। একই প্রক্রিয়া এখনও বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে বিভিন্ন কোম্পানিতে চালু আছে। বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানি, উপদেষ্টা দপ্তর ইত্যাদি মিলে বিদ্যুৎ বিভাগে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০টি এবং আরও কোম্পানি গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন। এইসব সংস্থা বা কোম্পানি বেশির ভাগ দাতাদের পরামর্শ অনুসারে গঠিত হয়েছে, আশা করা যায় ভবিষ্যতেও হবে। উচ্চ পদে আসীন আমাদের কর্তব্যজিরা নতুন সংস্থা গঠনে বেশ আগ্রহী যাতে চকরি থেকে অবসরের আগ মুহূর্তে নবগঠিত সংস্থায় আকর্ষণীয় একটি পদের চেয়ার দখল করা যায়। শোনা যায়, এভাবে একটি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন পায়। জাতীয় স্বার্থ গোল্লায় যাক! ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিকে বিদ্যুতায়িত করার জন্য দাতাদের পরামর্শ অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। পবিবো কে বিতরণ লাইন এবং সাবস্টেশন নির্মাণ ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যা অস্বাভাবিক।

২৮/০১/২০২০ তারিখ বিইআরসি কর্তৃক রফতানি যোগ্য মালামাল উৎপাদন করে এবং ধৃত (Captive) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধারণ করে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর গ্রীড বনাম ক্যাপটিভ কোনটি ব্যবহার শ্রেয় সে বিষয়ে বিশ্লেষণ প্রদানের নিমিত্তে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। জ্বালানী খরচ, পরিচালন ব্যয়, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবেদন দাখিল করার পরামর্শকারী প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। তারপর হয়ত বিইআরসি শিল্প উদ্যক্তাকে গ্রীড অথবা নিজস্ব বিদ্যুৎ দিয়ে তার কারখানা পরিচালনার সুপারিশ করবেন। অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি করার এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ! এখানে প্রধান কাজ তথ্য সংগ্রহ। সার্বিক কাজটি কি বিইআরসি সম্পাদন করতে পারত না? অবশ্যই পারত। সংস্থাটিতে সর্বগুণে গুণান্বীত অনেক গুণীধর কাজ করে থাকেন, অভিজ্ঞতার দিক থেকে তারা পরামর্শদাতা হতে নিঃসন্দেহে বলীয়ান।

এ কাজের জন্য এক টাকা বা একশত কোটি টাকা খরচ হবে তা বড় কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো ইহা অপচয়। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির উপর শুনানি কালে ক্যাবের পক্ষ থেকে ৯ হাজার কোটি টাকার অযৌক্তিক ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল (সূত্র- প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০), যার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেখাতে পারেনি মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসা প্রতিষ্ঠান গুলি।

এ অপচয় না হলে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জয়ী হবার পর বলেছিলেন, সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করতে পারলে কাজিত উন্নয়ন সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী পদক্ষেপে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করছি এ খাতকে ‘লাভবান’ করে তিনি আরেক দফা কৃতিত্ব দেখাবেন। জাইকা স্বার্থ ছাড়া আমাদের মাস্টার প্ল্যান করে না। সাধারণ জ্ঞান বলে, জাপান দরপত্র প্রক্রিয়া বাইপাস করে কিছু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ পাওয়ার চেষ্টা করবে।

এখন প্রশ্ন হল আমরা নিজেরা কেন নিজেদের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে পারলাম না। ১৯৪৭ সালে আমরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছি। জাপান ঐ সময় পরাধীন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হলে আমেরিকার সেনাবাহিনী সেখানে ঘাঁটি গাড়ে। জাপানের সমরনীতি-অর্থনীতি মিত্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। জাইকা বা জাপান যা পারল আমরা কেন তা পারলাম না। অভ্যাস! উদ্যোগের অভাব! সাহসের ঘাটতি! ‘প্রকল্প পরিকল্পনা’ এবং ‘সিস্টেম প্ল্যানিং’ নামে দুটি অধিদপ্তর রয়েছে বিউবোতে। বিদ্যুৎ খাতের নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দুটি সংস্থা অর্থাৎ ‘পাওয়ার সেল’ এবং ‘বিইপিআরসি’ (BEPRC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যেমন পিজিসিবি, ইজিসিবি, এনডব্লিউপিজিসি, পাওয়ার সেল ইত্যাদির লোকবল বহুবিদ জ্ঞান ধারণকারী দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পূর্ণ হয়, অন্তত বিজ্ঞাপনে তাই দেখা যায়।

নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নিবিড়ভাবে যাচাই বাছাই এর পর যারা নিয়োগ পান বলতে হবে তারা মেধাবী বা ক্রীম। তথাপি পাওয়ার ডিভিশনের পরামর্শদাতা বা বিদেশী সংস্থার পরিসেবা প্রয়োজন আমাদের স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করার জন্য। মনে হতে পারে জাইকা বিনা মূল্যে বা বিনা স্বার্থে আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দিয়েছে। মোটেই তা নয়, কোনো সেবা বিনা পারিশ্রমিকে প্রদান করা হয়না। জাপান যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধা চায়, তবে না বোধক উত্তর দিতে নিশ্চিতরূপে আমরা সঙ্কোচ বোধ করব। বিদ্যুৎ বিভাগ বা এর অধীনস্থ সংস্থা নিজেরা এটি করতে পারে না, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া আমাদের একধরনের চরিত্র। শুধু দেশের নয় উন্নয়নকামী অন্যান্য দেশের পঞ্চবার্ষিকী/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বা সিস্টেম বিল্ডার হিসাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দিয়ে আমরাও জাইকার মত বৈদেশিক মুদ্রা

অর্জন করতে পারি। দরকার শুধু পলিসি আর ব্যবস্থাপনা। যত বেশী প্রতিষ্ঠান ততবেশী মিটারিং, হাতবদল ইত্যাদি। পত্রিকায় পড়েছি মৌসুমে উত্তর বঙ্গে প্রতি কেজি টমেটো তিন টাকা দরে বিক্রি হয়। সেই টমেটো ঢাকার খুচরা বাজারে পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি হয়। ফরিয়া, পাইকারি ব্যবসায়ী, আড়তদার ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে খরচের কারণে ব্যবহারকারীদেরকে পণ্য বেশী দরে ক্রয় করতে হয়। অন্যান্য সবজির বেলায় একই নিয়ম। অতএব, যতবেশী হাত বদল ততবেশী মূল্য যা পরিশেষে প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের (বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গ্রাহক) বহন করতে হয়। এ কারণে বিদ্যুৎ খাতে কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠনের পর বিউবোর সমান্তরাল বা পাশাপাশি বহু বিতরণ লাইন নির্মিত হয়েছিল যার প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে অনেক মূল্যবান লাইন দ্রব্যসামগ্রী চুরি হয়েছে।

অর্থোক্তিক ব্যয় কমাতে ও কাজের গতি বাড়াতে পলিসি নিরূপণ, প্রকল্প প্রণয়ন, তহবিল সংগ্রহ, লাইসেন্স প্রদান, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে মন্ত্রণালয়কে সহায়তার জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীন কেবলমাত্র একটি সংস্থার প্রয়োজন। বিইআরসি, বিইপিআরসি, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা, পাওয়ার সেল, বিউবো ইত্যাদি একীকরণ করে যে নামে হোক একটা সংস্থা গঠন করা যায়। পিজিসিবি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির কাজ সম্পর্কযুক্ত, এগুলো নিয়ে কেবল একটি “বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন” কোম্পানি গঠন করলে ভাল হবে। অনুরূপভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কাজ একই প্রকৃতির। সুতরাং অপচয় রোধকল্পে আরইবিকে বিতরণ কোম্পানির সাথে একীভূত করে একটি ‘বিতরণ কোম্পানি’ গঠন করা যেতে পারে।

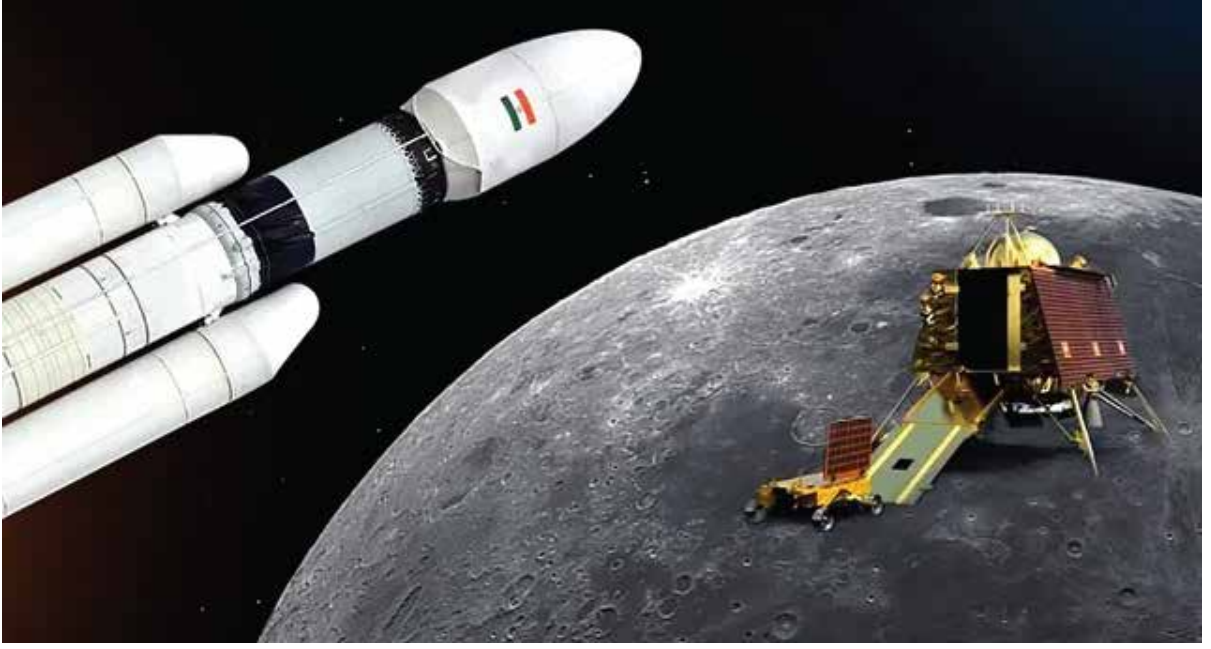
বিদ্যুৎ খাতের জনবল কমিয়ে অর্ধেক করলেও কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি শ্লথ হবেনা বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিশালাকার সৌদি আরব বাংলাদেশের ১৪.৫৬৯ গুণ। দেশটিতে সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কাজের জন্য ‘এসকিকো’ (SCECO- Saudi Consolidated Electric Company) নামে কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। তারা পারে কিন্তু আমরা পারি না, কেন? কারণ বিদেশীদের উপদেশ কর্পপাত না করলেও তাদের চলে। তাই, কাজের গতি বাড়াতে ও ব্যয় কমাতে লেখকের মতে বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখিত তিনটির বেশি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

## বিশেষ নিবন্ধ

সংক্ষেপে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বিবেচনা করতে পারে:

- ১) দেশীয় বিশেষজ্ঞ দিয়ে বাস্তবতার নিরীখে নীতি নির্ধারণ করা।
- ২) ঋণচুক্তি সম্পাদনে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা, কঠোর শর্তযুক্ত ঋণ যতদূর সম্ভব পরিহার করা।
- ৩) অপচয় বন্ধ করা, যে সময়ের কাজ সে সময় করা।
- ৪) অধিক হারে সোলার, হাইড্রো ও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- ৫) দেশজ উৎস থেকে জ্বালানীর যোগান দেয়া।
- ৬) প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান হওয়া।
- ৭) জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং কম দক্ষতা সম্পন্ন ইউনিট ধাপে ধাপে বন্ধ করা বা প্রাপ্য অধিক দক্ষতার ইউনিট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।
- ৮) খোলা দরপত্রের মাধ্যমে সকল কাজ সম্পাদন করা।
- ৯) জীবন বাঁচাতে ঔষধ ও খাদ্য ব্যতীত অন্য সকল খাতে ডিপিএম নামে সরাসরি (সরকারি প্রতিষ্ঠানবাদে) ক্রয় না করা।
- ১০) মূল্য সংশোধনের প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা।
- ১১) সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখতে গণশুনানীর মত গণতন্ত্রের প্রচলন করা।
- ১২) কম দক্ষতাসম্পন্ন রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর চুক্তি আর নবায়ন না করা।
- ১৩) সাংগঠনিক সংস্কার সাধন।
- ১৪) ক্যাবের বক্তব্য আমলে নেয়া ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।





## বিসিএস, ভারতের চন্দ্রযান ও আমাদের স্পারসো মো. সিরাজুল ইসলাম

আজকাল ফেসবুকে কিছু উক্তি আর তথ্য ট্রল হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এর উক্তি “কোনো বিজ্ঞানী নেই, বেষকনেই, দার্শনিক নেই। যেকোনো তাকাবেন শুধু প্রশাসক।” আর সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর চাঁদে অবতরণ উপলক্ষে আরেকটি ট্রলে দেখা যায় ভারত ও বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পদের একটি তুলনামূলক চিত্র। যেখানে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, ‘ইসর’ এর প্রধান হিসাবে কর্মরত একজন মেকানিক্যাল কাম এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার, যিনি কিনা মহাকাশ গবেষণা তথা রকেট আর স্যাটেলাইট নিয়ে সারা জীবন ব্যয় করেছেন।

তার বিপরীতে বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, ‘স্পারসো’ এর প্রধান পদে আসীন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা। ট্রলে এই তুলনামূলক চিত্রে উপস্থাপনের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই জন্যই বাংলাদেশের পক্ষে কখনও চাঁদে যাওয়া সম্ভব নয়! বাংলাদেশের পক্ষে কখনও চাঁদে যাওয়া সম্ভব কি না জানি না, বরং এধরণের কোনো চেষ্টা করাও অহেতুক অর্থ ও শ্রমের অপচয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দেশের এই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, স্পারসো এর কোনোই কাজ নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেকগুলি ক্ষেত্রেই স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা মূলতঃ সরবরাহ করতে পারে এই স্পারসো। যেমন : নগর পরিকল্পনা, ভূমিরূপ পরিবর্তন, নদ-নদী পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, বনায়ন ও কৃষি গবেষণা, পরিবেশ দূষণ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, সামরিক পরিকল্পনা, যাতায়ত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাছাড়া বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি স্যাটেলাইটের মালিক, আর তার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও এই সংস্থাটিকে দেয়া উচিত ছিল।

বিভিন্ন স্যাটেলাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ, এবং তা ব্যবহারোপযোগী করে সময়ানুক্রমে সংরক্ষণ এই কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারলে, সংস্থাটি দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। মূলতঃ হাজারো বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপাদানের সরবরাহক হতে পারত এই সংস্থাটি। অথচ, আজকাল একটি ছোটখাটো গবেষণার জন্য আমাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছবি সংগ্রহ করতে হয়। শুধু যে স্পারসো, তাই নয় বাংলাদেশের অনেকগুলি বিশেষায়িত বিভাগের প্রধান পদে আছেন প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা। ধীরে ধীরে তা বাড়ছে। পরিকল্পনা কমিশনে

অর্থনীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা ছিল। এখন প্রশাসনের আওতায়। ভবিষ্যতে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, স্বাস্থ্যের ডিজি বা প্রধান প্রকৌশলী পদে যদি তাঁরা আসীন হবার চেষ্টা করেন, অসম্ভব কিছু নয়। এক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন সংস্থা প্রধানের পদটিকে প্রশাসনিক পদ মনে করেন। মন্ত্রী, সচিবের যেমন কোনো সংশ্লিষ্ট ডিগ্রীর প্রয়োজন নেই, তেমনি তারাও কিন্তু বিশেষায়িত সংস্থাগুলি পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান সবচেয়ে আগে প্রয়োজন।

ভারতের 'ইসর'র প্রধানকে অবশ্যই অনেক প্রশাসনিক কাজ করতে হয়। তবে সর্বাত্মে তাঁকে মহাকাশ গবেষণা তথা নভোযান বিষয়ে জানতে হবে, নতুবা 'ভিশনারি' কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, তাঁরা মাত্র কয়েকদিনের জন্য প্রধান হয়ে আসেন, অনেকটা সময় কাটিয়ে চলে যান। বরং এক্ষেত্রে সংস্থা প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন সংস্থায় কাজ করা একজন দক্ষ লোককে নিয়োগ দিয়ে, তাঁর অধীন দু-একজন প্রশাসন ও হিসাব বিজ্ঞানে বিশেষায়িত কর্মকর্তা রাখা যেতে পারে, যারা তাঁকে প্রশাসন ও হিসাব বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। কিন্তু তা না করে গণহারে সংস্থা প্রধানের পদে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ কোনো ভাবেই কাম্য নয়। ইতোমধ্যেই সরকারে পরিবেশ, দুর্যোগ, বিমান, পেট্রোবাংলা, ব্রিজ অথরিটি, ডিএমটিসিএল জাতীয় অনেক বিশেষায়িত সংস্থাগুলির প্রধান পদগুলি তাঁদের দখলে।

এতে করে কার লাভ হচ্ছে। অবশ্যই সরকার বিব্রত হচ্ছেন এবং বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন। জনগণ প্রকৃত সেবা পাচ্ছেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পেশাজীবী সম্প্রদায় হতাশায় আক্রান্ত হচ্ছে। কারিগরি পেশার লোকজন গণহারে বিদেশ গমনের মাধ্যমে দেশ 'ব্রেইন ড্রেইন' এর শিকার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সংস্থাগুলিতে পেশাজীবীরা পূর্ণ উদ্যমে কাজের স্পৃহা হারাচ্ছেন। আবার 'যেই দেশের যেই ভাও' এই মত অনুসরণ করে গণহারে পেশাজীবীরা আজকাল প্রশাসন বা পুলিশ ক্যাডারে যোগ দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক সময়ের একটি পত্রিকায় দেখলাম '৪০তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে ২৪৫ জনের মধ্যে ৫৫ জন বুয়েটের'। নিজ পেশা ছেড়ে দিচ্ছে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির আকর্ষণে। এক সময় 'প্রকৃতি' আন্দোলন করত প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসক দের সংগঠন। নিজেদের দাবি-দাওয়া তথা সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। আজকাল আর সেদিকে না গিয়ে সোজা সরাসরি নিজেই প্রশাসন আর পুলিশ ক্যাডারের ইঁদুর দৌড়ে নেমে পড়েছেন। মূলতঃ সরকারের প্রশাসন ও পুলিশ এ দুটি ক্যাডারকে অশেষ ক্ষমতা প্রদানসহ নানাবিধ সুবিধা দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলায় প্রক্রিয়াটির সূচনা

হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। ঔপনিবেশিক শাসকগণ, হাজার মাইল পেরিয়ে এসে এই ভারতবর্ষ শাসন করতে গিয়ে বুঝেছিলেন যে তাঁদের সুবিধাভূগী একটি সম্প্রদায় এখানে সৃষ্টি করা গেলে শাসন কার্যক্রম অনেকটা সহজ হবে। স্বাধীন হবার পর এটি বিলুপ্ত হয়ে শাসক নয় বরং সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা ছিল জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা এই সরকারি অফিসগুলির। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা আরও বড় শাসক ও বেশি সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আসলে, নিজ থেকে কেউ তাঁদের ক্ষমতা আর আরাম আয়েশের জীবন ছেড়ে দিতে রাজি হবেন না। কোনো এক দেশশ্রেমিক রাজনৈতিক সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি বড় ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে হয়তো একটি জনবান্ধব সরকারি প্রশাসন সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা কখনই হয়নি।

তবে বিশেষায়িত সংস্থাগুলি নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হলেও যে সবসময় ভাল চলছে তাও কিন্তু না। স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, রেল, বিমান বা সরকারি ব্যাংক যার দ্বারাই চলুক, কোনো সংস্থাই জনমানুষকে ভাল সেবা দিতে পারছে বলে মনে হয় না। ভাল চলছে না অজস্র সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও। ভাবুন একবার দেশে শুধু সরকারি টেলিফোন সংস্থা টিঅ্যাভটি আছে। একটি লাইন পেতে আপনার জুতা ক্ষয়ে শেষ, তারপর সারাজীবনের ভোগান্তি বাকি।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এখন তা পাচ্ছেন মাত্র এক ঘণ্টায়। একইভাবে সরকারি ব্যাংক বনাম বেসরকারি ব্যাংক, সেবার মানে বিস্তার পার্থক্য। এক্ষেত্রে সত্যিকারের অর্থে জনগণকে ভাল সেবা দিতে চাইলে, অনেকগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে রেগুলেটরি সংস্থার আওতায় এনে বেসরকারিকরণ অথবা সরকারি-বেসরকারি বা পিপিপি এর মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। মোদাকথা এ নিয়ে গবেষণাও করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। সর্বোপরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অন্যতম অনুষ্ণ প্রযুক্তির বিস্তার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইংরেজ আমলের প্রাশাসনিক কাঠামোতে একটি আমলা ভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা এর কতটা অর্জনে সক্ষম তা প্রশ্নবিদ্ধ। পুরো প্রাশাসনিক ব্যবস্থাকে টেলে সাজানোর জন্য তাই একটি বড় ধরনের প্রাশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন।■



# Renewable Energy

## Nirod Chandra Mondal

### Joint Secretary (RE), Power Division

Bangladesh achieved 100% electricity coverage in 2022. This is happened due to the steward leadership of our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina. Now our priority is to ensure uninterrupted, reliable, and quality electricity at an affordable price for all by 2030.

Bangladesh stands at a pivotal moment in its journey toward renewable energy development. We all are committed to realize the Prime Minister Sheikh Hasina's inspirational hope declared in CoP 26 of achieving 40% of our energy from renewable sources by 2041. Power Division is in progress of implementing this vision through different interventions like revision and modification of existing rules, regulation, and policies to create enabling environment of executing large renewable energy projects for both public

and private sector. New policies and regulation are prepared like Solar Irrigation Roadmap, Net Metering Policy, and some other policies and roadmap are preparing like New Renewable Energy Policy, Solar Roadmap, Renewable Energy Roadmap, Onshore wind guideline etc. Offshore wind study and solar irradiance study is underway. Bangladesh also established bi-lateral and multi-lateral cooperation and collaboration with the sub- regional, regional and international bodies for technology transfer, knowledge sharing, capacity development and financing the renewable sector.

Despite low per capita emissions on our own Bangladesh is committed not only to continue domestic actions but also to participate in regional and international initiatives in line with the Paris Agreement

goal of limiting global temperature increase to 1.5 degrees Celsius and realizing an ambitious climate adaptation, resilience, and prosperity visions and roadmaps. Country is committed to ensure that policies are conducive to energy transitions by empowering consumers and supporting the development of a skilled renewables and energy efficiency workforce.

In line with the Glasgow Pact, we support the "Phasing Down" of subsidies on fossil fuels. Last year Bangladesh added 300 MW of solar capacity to the generation mix. Furthermore, the establishment of 37 projects, with a capacity of more than 2400 MW are under construction. In addition, around 8000 MW of renewable energy projects are in different stages of planning and approval.

In recent years, government mobilized utmost efforts of promoting renewable energy, particularly solar and wind energy, as an alternative to fossil fuels for commercial uses. The country has abundant solar energy potential due to its location in the tropical region.

At present country renewable energy installed capacity is around 1200 MW. Rooftop solar has become an increasingly popular choice for meeting energy demands. Country intends to scale up renewable energy through detailed resource assessments for offshore wind energy and new technologies most suited to Bangladesh's land restraints, including use of bifacial solar, floating solar, solar rooftop, solar irrigation, agro PV solar, BIPV and multipurpose use of land etc. Total installed capacity of rooftop solar

reached to 160 MWp including world largest rooftop solar with a capacity of 32 MWp already is in operation in Bangladesh.

Government formulated Solar Irrigation Roadmap in 2023 with a target to install 45000 solar irrigation system with a capacity of 9-25KW each by 2031 to irrigate 400,000 hectares of land and displace 300,000 tons of diesel per year. Subsequently, replace all 1.22 million diesel run irrigation pump by solar irrigation system. 2973 solar irrigation systems with a capacity of 55 MWp has already been installed. Total US\$1.8 billion will be required installing 45,000 solar irrigation systems. Low-cost concessionary fund from development partners and global environmental facilities are expecting for timely implementation of the roadmap.

Considering the limited land potential for development of solar PV projects Bangladesh initiated regional grid integration program to import renewable energy immediately from India, Nepal and Bhutan and further extend to South Asia and Far East Asia progressively align with the one sun one world one grid initiative.

Renewable energy is not just an option; it is an imperative. It is an imperative for energy security, environmental protection, and socio-economic development. We have witnessed the positive impact of our renewable energy initiatives and the significant strides we have taken in recent years. Our solar and wind energy projects have illuminated remote villages and empowered communities. Our commitment to renewable energy extends to all corners of our nation. ■



## ভিশন ২০৪১: ১৬ কোটি মানুষের স্বপ্ন ও আশা প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল জান্নাত নেওয়াজ (অস্ভ)

সাফল্যের ধারায় উৎবুদ্ধ হয়ে সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সেই স্বপ্নের দেশ হবে দারিদ্রমুক্ত, সমতা ও ন্যায্যবিচারে সমৃদ্ধ। এমন একটি দেশ যেখানে সবাই উন্নয়নের অংশীদার হবে। মূলত রূপকল্প ২০২১-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে জাতিকে স্বপ্নের উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করেছে।

এই রূপকল্পের মূল লক্ষ্য হল চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দ্রুত দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করা। বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ (ভিশন '৪১)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরও বিকশিত করার জন্য

একটি জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জারি করা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। ২০২২ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে চারটি ৫-বছরের পরিশ্রেঙ্কিত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, বাংলাদেশ শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে রয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বিকাশের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং মানব পুঁজি উন্নয়নে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। ভিশন ২০৪১ এর চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ রয়েছে: সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এই পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং মাইল ফলকগুলি হল - রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং কাঠামোগত রূপান্তর, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি খাতে মৌলিক পরিবর্তন এবং ভবিষ্যত পরিষেবা খাত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে প্রাথমিকভাবে একটি শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তর

করার জন্য একটি সেতু নির্মাণ। উচ্চ আয়ের অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার কৌশলের একটি অপরিহার্য অংশ হবে শহুরে বিস্তৃতি, "আমার গ্রাম, আমার শহর" প্রত্যয় দ্বারা অনুপ্রাণিত, একটি সক্ষম পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হবে দক্ষ শক্তি এবং অবকাঠামো, দ্রুত, দক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়ক। এবং টেকসই বৃদ্ধি; জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা; দক্ষতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশকে জ্ঞান সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হবে।

সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা (যেমন বিচার বিভাগ, জনমুখী জনপ্রশাসন, দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা) উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, একটি সম্পূর্ণ বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের প্রচারের কথা বলা হয়েছে যেখানে সমস্ত নীতি ও কৌশল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিফলিত করবে। রূপকল্পের বাস্তবায়ন তৎমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক, আর্থিক (রাজস্বসহ) এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করবে। এই ক্ষেত্রে, ভিশন ২০৪১-এ একটি বড় বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এটি কৌশলগত সম্পর্ক, সম্পদ উন্নয়ন, এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও শাসন চর্চার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি

পরিবর্তিত অর্থনীতির সাথে সংস্থাগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নই প্রধান চ্যালেঞ্জ। করের পরিপ্রেক্ষিতে - সরাসরি কর (আয়কর এবং কর্পোরেট কর) এবং মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর উপর জোর দেওয়া হয়। এটি সরকারি ব্যয়কে আরও দরিদ্র-সমর্থক, লিঙ্গ-সংবেদনশীল এবং পরিবেশ-বান্ধব করার আহ্বান জানিয়েছে; সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা এবং গুণমান আরও উন্নত করা; এবং সরকারি ব্যয়ের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ। মূল্য স্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য স্থিতিশীলতা সু-সমন্বিত আর্থিক ও রাজস্ব নীতি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তার উপর জোর দিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধির উপর জোর, অবকাঠামোতে সরকারি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় শক্তিশালী প্রতিযোগিতার নীতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে।

বাংলাদেশের বাজার অর্থনীতি। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে পাহাড়ি সমস্যা থাকলেও তা অনতিক্রম্য নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দৃঢ় নেতৃত্ব, সঠিক পরিকল্পনা এবং সকলের নিবেদিত প্রাণ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ উন্নয়নের শিখরে এগিয়ে যাবে।





# আইবি সংবাদ

সংবাদ সংক্ষেপ

বিবিধ সংবাদ





## আইইবি সদর দফতর সংবাদ

### ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত্‌বার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকার পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং আইইবি প্রাঙ্গনে দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি,



জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আইইবি'র নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি ও ইঞ্জিনিয়ার মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, ইআরসির নেতৃবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ।

### আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত্‌বার্ষিকী উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে ২২ আগস্ট ২০২৩খ্রি. আইইবি কনফারেন্স হলে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত



হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, সভাপতি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সমন্বয়ক কেন্দ্রীয় ১৪ দল।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসকে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তারা ই শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চায়। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা এখনো সক্রিয়। তারা শেখ হাসিনার জয়যাত্রাকে থামিয়ে দিতে চায়। আর মাত্র চারমাস পর নির্বাচন। দেশের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

মুখ্য আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। তিনি বলেন, ‘পেশাজীবীরা সবসময়ই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পক্ষে। আগামী নির্বাচনে পেশাজীবীরা ঐক্যবদ্ধভাবে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনবে।’

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার এম. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য ডুয়েট, আইইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন, ইআরসি ঢাকার নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার খান আতাউর রহমান সান্টু এবং সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি’র প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর। তিনি বলেন, ‘দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ অনেক এগিয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরা কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও শান্তির ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও আওয়ামী লীগ সরকার ও শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে।’

আইইবি’র ঢাকা কেন্দ্রের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন আইইবি’র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, ইঞ্জিনিয়ার রনক আহসান, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম হাজারীসহ আইইবির বিভিন্ন কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও আইইবি প্রকৌশল বিভাগের নেতৃবৃন্দ।

## ACECC এর ৪৫তম ECM অনুষ্ঠিত

Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৪৫তম নির্বাহী কমিটি মিটিং (ECM) টি তাইওয়ানের রাজধানী শহর Taipei -তে ১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সটির আয়োজক ছিল China Institute of Civil & Hydraulic Engineering (CICHE) এবং ECM টিতে অংশগ্রহণের জন্য আইইবি থেকে প্রস্তাবিত ৬ সদস্যের দলটিতে ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (প্রশা. ও অর্থ), প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী দিদারুল আলম, এফ/আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল মালেক সিকদার, এফ/আইইবি ও প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক)।

উল্লেখ্য, তাইওয়ান ভ্রমণের ভিসা প্রাপ্তিতে বিলম্বিত হওয়ার কারণে প্রস্তাবিত দলটি স্বশরীরে কনফারেন্সে যোগ দিতে পারেননি। তবে দিদারুল আলম ও আব্দুল মালেক সিকদার ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সবকটি কর্মসূচিতে এবং প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু 45th ECM ঢাকা থেকে আইইবি এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন। ACECC কনফারেন্সটিতে মোট ১৭টি Member Society এর প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। যার মধ্যে স্বশরীরে ১৪টি এবং ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ৩টি (বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়া) সোসাইটির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

১ম দিন: সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : বাংলাদেশ-তাইওয়ান সময় পার্থক্য ২ ঘন্টা বিধায় অদ্যকার কার্যক্রম তাইওয়ান স্থানীয় সময় ৭:০০ টায় এবং বাংলাদেশ সময় ৯:০০ টায় আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে CICHE- এর প্রেসিডেন্ট স্বাগত ভাষণ প্রদানের পর কর্মসূচির overview বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। অদ্যকার কর্মসূচিতে দুইটি সভা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সভা ২টি হলো- ১) 34th Technical Coordination Committee Meeting (TCCM) (১০:০০ থেকে ১১:৩০ টা) এবং

২) 49th Planning Committee Meeting (PCM) (১:৩০ থেকে ৪:৩০ টা)। প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে সভা দুটি অনুষ্ঠিত কালে এজেন্ডা অনুযায়ী সকল ইস্যুগুলো বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে প্রস্তাবিত নতুন Technical Committee -এর নামের সাথে “Coastal Areas” শব্দ দুটি সংযুক্ত করার জন্য আইইবি এর সদস্য জনাব দিদারুল আলম প্রস্তাব করলে সভা কর্তৃক সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলব্যাপী প্রায়শ: ঘূর্ণিঝড় (cyclone) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় এলাকা চিহ্নিত করার জন্য উক্ত শব্দ “Coastal Areas” অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা জনাব আলম তুলে ধরেন।



Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৪৫তম নির্বাহী কমিটি মিটিং এর স্থির চিত্র

অপর দিকে আইইবি সদস্য প্রকৌ. আব্দুল মালেক শিকদার যিনি ACECC Award Sub-Committee -এর Chair এর দায়িত্বে আছেন, এককভাবে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য Society Member দেয় ACECC Award প্রদানের প্রস্তাবিত সকল শর্তাদি সভার অবগতির জন্য পড়ে শোনান। প্রতিটি বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি ১টি মাত্র এওয়ার্ড প্রদানের প্রস্তাব করেন। তার এওয়ার্ড সংক্রান্ত প্রস্তাবটি প্রশংসিত হয় এবং ম্যানিলায় অনুষ্ঠিতব্য আগামী ECM এ আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২য় দিন: মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৩: সভার শুরুতে পর্যায়ক্রমে TCCM এবং PCM এর Draft minutes ২টি Screen এ প্রদর্শিত হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে সভা ২টির কার্যবিবরণী (minutes) প্রয়োজনীয় পরিশুদ্ধির মাধ্যমে সভা কর্তৃক অনুমোদন (approve) করা হয়। এরপর 45th Executive Committee Meeting (ECM) আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে সভার Chair সকল উপস্থিতিকে স্বাগত জানান। সভায় মোট ১৭টি Member Society ও সদস্যগণ স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ, রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার সদস্যগণ ভারুয়ালি সভায় উপস্থিতি প্রদান করে অদ্যকার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে Permanent রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য পূর্বকার বিভিন্ন ECM এর ছবি সম্বলিত একটি Digital Album তৈরির প্রস্তাব করে ইতোমধ্যে সেক্রেটারি জেনারেল ড. উদয় সকলকে অবহিত করেন বলে

জানান। সে বিষয়ে আইইবি এর সদস্য প্রকৌ. দিদারুল আলম সভাকে জানান যে, আইইবি ২০১৫ সালে ২৮তম ECM টি ঢাকায় আয়োজন করে এবং ইতোমধ্যে আইইবির পক্ষ থেকে Caption সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছবি ACECC Head Quarters এ প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি ড. উদয় সভাকে অবহিত করে IEB কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সকল আলোচ্যবিষয় পরিসমাপ্তির আগ পর্যন্ত সভা পরিচালিত হয়। পরিশেষে Welcome Reception-এর পর অদ্যকার কর্মসূচির পরিসমাপ্তি হয়।

৩য় দিন: বুধবার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৩: অদ্যকার কর্মসূচি দুইটি পর্যায়ে (Session) আয়োজন করা হয়। ১ম সেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ১০:২০ মি. থেকে ১২:০০ টা পর্যন্ত। “2023 CICHE International Forum” নামে সেশনটিতে ৩টি Key note speech উপস্থাপন করা হয়। Civil Engineering on Green Energies নামক ২য় সেশন (১২:৩০ মি. থেকে ১৭:৩০ মি.) টিতে এ মোট ৪টি আইটেম Parallel সেশন-এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। প্রতিটি Speech/Paper উপস্থাপনের পর উপস্থিত সদস্যগণের মাঝে প্রাণবন্ত আলোচনা ও Interaction অনুষ্ঠিত হয়, যা থেকে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ বিশেষ ভাবে উপকৃত হন। পরিশেষে বলতে হয়, CICHE কর্তৃক আয়োজিত ACECC এর কর্মসূচিটি সুশৃংখলভাবে আয়োজন করা হয়েছে যা প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রতিবেদক

প্রকৌশলী দিদারুল আলম

এফ আইইবি/এফ এএসসিই

প্রেসিডেন্ট, এএসসিই বাংলাদেশ সেকশন

কর্মসূচিটিতে CICHE এর ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

## আইইবি বিভাগীয় সংবাদ

### কৃষিকৌশল বিভাগ

#### “IoT Based Prepaid Meter for Smart Irrigation” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “IoT Based Prepaid Meter for Smart Irrigation” শীর্ষক সেমিনার ২৫ জুলাই ২০২৩খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট,

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল হতে রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

বিএমডিএ-এর এই সেচ প্রদান কার্যক্রমের ফলে উত্তরাঞ্চল কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রায় ৫ লক্ষ কৃষককে ১৬ হাজার সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করে আসছে। আজকের এই সেমিনারে বিএমডিএর পক্ষ থেকে তাদের সেচ কার্যক্রমের উপর রাজস্ব আদায়কে ভোগান্তি মুক্ত করতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় শরীক হওয়ার লক্ষ্যে IoT Based prepaid Meter for Smart Irrigation শীর্ষক প্রবন্ধটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হবে বলে আমি মনে করি। এই Prepaid Meter টি সকল সেচ যন্ত্রে স্থাপন করা সম্ভব হলে কৃষকের সেচ খরচ প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। কৃষক তার সুবিধা মত সময়ে সেচের শিডিউল তৈরি করতে পারবে। রূপকল্প-২০৪১ এর স্মার্ট বাংলাদেশের অংশ হিসেবে ক্যাশলেস মানি ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপে এই প্রযুক্তিটি একটি ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এই উপস্থাপনা থেকে জানা যায়



মূল প্রবন্ধ উপস্থাপককে স্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবির নেতৃত্ব

যে, এই প্রিপেইড মিটারটি মটর পোড়ার হারকে অনেকাংশে হ্রাস করবে। পূর্ববর্তী মিটারগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করায় দেশীয় অর্থ বিদেশে চলে যেত। কিন্তু এই প্রিপেইড মিটারটি দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হলে রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতে এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকবে। বিএমডিএ-এর সকল সেচ যন্ত্রে এই প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে তা প্রায় ২-৩ বছরের মধ্যেই ফেরত পাওয়া যাবে। আমাদের সরকার যেখানে জনগণের দৌড় গোড়ায় সেবা পৌঁছাতে এবং ভোগান্তি মুক্ত সেবা ব্যবস্থাপনা চালুক রতে বন্ধ পরিকর। সেখানে এই উদ্ভাবনটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হবে বলে আমি মনে করি। এখানে যেহেতু মাঠ পর্যায় থেকে অফিসে তথ্য আদান-প্রদানের সরাসরি সুযোগ রয়েছে এবং মিটারটিকে কাস্টমাইজড করে যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যাবে। সেহেতু প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি সম্প্রসারণে এই মিটারের মাধ্যমে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যাবো।

বিএমডিএ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবো এই প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সারা দেশে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

স্বাগত বক্তব্যে, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ যার কৃতিত্ব পুরোটা কৃষি প্রকৌশলীদের। বঙ্গবন্ধু কন্যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কৃষি কাজ সহজ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। পানি সেচ ব্যবস্থার সহজতর করতে IoT Based prepaid Meter চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা আধুনিক করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিল প্রদান সহজ হয়েছে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. শাহাদাত হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ও প্রকৌশলী মো. আবদুর রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডিএমডিএ), রাজশাহী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, প্রকৌশলী এ কে এম মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রংপুর রিজিয়ন। মুখ্য আলোচক ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আশিক-ই-রব্বানী, কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন, চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## “বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)’র অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন ও কর্মপরিকল্পনা” বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)’র অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন ও কর্মপরিকল্পনা” বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক ২৫ জুলাই ২০২৩খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি সকলকে শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)’র অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগী করতে হবে। ৩৮ বছর ধরে বিএমডিএর কোনো অর্গানোগ্রাম করা হয় নি। বিএমডিএতে যারা চাকুরী করছেন তাদের কোনো পদন্নতি নেই একই পদে থেকে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। বিএমডিএর অর্গানোগ্রামের একটি খসড়া আইইবিতে প্রেরণ করার অনুরোধ করেন। উক্ত খসড়া অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আশ্বাস দেন।

বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি বলেন, বিএমডিএর অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আজকের সেমিনার সফল হবে। বিএমডিএর যে সকল প্রকৌশলী পদন্নতি পাচ্ছেন তারা কিন্তু বাস্তবিক দিক থেকে পদন্নতি পাচ্ছেন না আপনারা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিএমডিএর অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে হলে সকলকে তার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। প্রকৌশলীরা সকল ক্ষেত্রে লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে। প্রকৌশলীদের একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান করেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নুরঞ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট



গোলাটেবিল বৈঠকে অতিথিবৃন্দ

(প্রশাসন ও অর্থ) ও প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডিএমডিএ), রাজশাহী। আলোচনা পর্বে ছিলেন, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, পিইঞ্জ., সাবেক চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি ও প্রকৌশলী মো. নাজমুল হুদা, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি’র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন, চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## পুরকৌশল বিভাগ

‘Large-Scale High Profile Infrastructure Projects: Challenges and Lessons Learned’ শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ‘Large -Scale High Profile Infrastructure Projects: Challenges and Lessons Learned’ শীর্ষক সেমিনার ২২ জুন ২০২৩ খ্রি. আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।



প্রধান অতিথির কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রকৌশলীদের প্রমাণ করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টি একটি কঠিন ও জটিল বিষয়। বাংলাদেশ সরকারের সাচিবিক দায়িত্ব যাদের পালন করার কথা তারা এখন ইঞ্জিনিয়ারিং দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা প্রকল্প পরিবীক্ষণ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। প্রকৌশলীদের কাজে অপ্রকৌশলী দায়িত্ব গ্রহণ করায় আইইবি প্রতিবাদ করেছে। আমাদের প্রকৌশলীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো দায়িত্ববান হতে হবে। সাধারণ মানুষ এখন প্রকৌশলী আর অপ্রকৌশলীর কাজের পার্থক্য করতে পারছে না কেননা অপ্রকৌশলীগণ প্রকৌশলীদের মতো প্রকল্প ভিজিট করছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে বা বাস্তবায়ন করে। প্রকৌশল বিষয়ক কাজ শুধুমাত্র প্রকৌশলীগণ করতে পারে অপ্রকৌশলী করতে পারে না সেটা কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, ড. প্রকৌশলী আনোয়ার জাহিদ, পিই, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড ইনোভেটরস, হিউস্টন, টেক্সাস। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ২০০৫ সালে কাটরিনা হলে নিউ ইয়র্কে অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। আমেরিকা তখন ১০০ বছরের জন্য কিভাবে সুরক্ষা দেয়া যায় সেভাবে প্রকল্প

নির্ধারণ করেন। বাংলাদেশের প্রকল্পসমূহ ১০০ বছর সুরক্ষিত থাকবে ডিজাইনার সেভাবে ডিজাইন করবে। বন্যার কথা মাথায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সাইক্লোন বা বড় ধরনের বিপর্যয় হলে উন্নত দেশগুলো দ্রুত মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো মোকাবেলা করতে নানা প্রতিবন্ধকতার শীকার হবে সেজন্য প্রকল্প প্রণয়নের জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা করতে হবে।

সেমিনারে মুখ্য আলোচক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এ. এফ. এম. সাইফুল আমিন, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট বলেন, পদ্মাসেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ করতে পারবেন কিনা বা কতটুকো করতে পারবে সেখানে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ বেশির ভাগ করতে পারবে বাকী অংশটুকো বিদেশ থেকে নেয়া হয়েছিলো। বাংলাদেশ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করা যাবে না তবে মোকাবেলা করতে হবে। বিদেশে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ এখনো সেটা গ্রহণ করতে পারে নাই তবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ সেটা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে এসে দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য প্রকৌশলীদের আহ্বান করেছেন। প্রকৌশলীরাই কিন্তু বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নত আধুনিক দেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য প্রকৌশলীদের কাজে অপ্রকৌশলীগণ হস্তক্ষেপ করছে। প্রকৌশলীদের কাজে অপ্রকৌশলীকে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ ছিলো তা আমাদের প্রকৌশলীরা সঠিকভাবে মোকাবেলা করে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত আধুনিক দেশ পরিণত হবে। আধুনিক বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর হলো প্রকৌশলীরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে সকলকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, আইইবি, সভার সভাপতি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করছেন তারই

সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২১ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত আধুনিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে মনে করি। আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু অত্যন্ত যুগোপযোগী। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা নতুন যুগের সূচনা করেছেন। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে বিদেশিরা বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছেন। যে সকল প্রকল্প চলমান রয়েছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের প্রকৌশলীরা আরো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ আসবে তা আমাদের প্রকৌশলীরাই মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবির পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী সৈয়দ শিহাবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সৌমিত্র কুমার মুৎসুদ্দি চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী সতীনাথ বসাক, ভাইস-চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি।

## কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

### “Data Privacy and Protection : Individual, Organizations and Social Security” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Data Privacy and Protection : Individual, Organizations and Social Security” শীর্ষক-সেমিনার-৩০ জুলাই-২০২৩ খ্রি. রবিবার, বিকাল ৪:০০ টায়, কাউন্সিল হল, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, আইইবি বলেন, দেশে ডাটা প্রাইভেসি এবং ডাটা সিকিউরিটি আইন নেই। ডাটা গভর্নেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাটা পলিসিতে ডাটা কে ব্যবহার করবে, কিভাবে ব্যবহার করবে এবং কতটুকু ডাটা ব্যবহার করবে তা সুনিশ্চিত সরকারকেই করতে হবে। ফলে দেশে ডাটা প্রাইভেসি এবং প্রটেকশন আইন করা জরুরি। ডাটা প্রাইভেসি আইন উন্নত দেশগুলোতে প্রচলিত ও প্রয়োগ করা হচ্ছে। ডাটা প্রাইভেসি এবং সিকিউরিটি আইন থাকলে ডাটা ম্যানেজমেন্ট কার কি ভূমিকা, কার কি দায়িত্ব তা সুস্পষ্ট উল্লেখিত থাকতো। ব্যক্তি সামাজিকভাবে তথ্য শেয়ারে সচেতন হতে হবে। সব তথ্য সামাজিকভাবে শেয়ার করা ঠিক না। ডাটা প্রাইভেসিতে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি বলেন, ব্যক্তিগত ডাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদ সুরক্ষায় সবাইকে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডাটাকে সুরক্ষিত রাখতে কম্পিউটার প্রকৌশলীরা আরও বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন বলে মনে করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. মুশফিকুর রহমান, চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.। বিশেষ অতিথি ছিলেন,



বিশেষ অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সেমিনারের সভাপতি অধ্য. ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, পিইঞ্জ.

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি।

সভাপতিত্ব করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, পিইঞ্জ, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় কুমার নাথ, ভাইস চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন, প্রকৌশলী তানভীর মাহমুদুল হাসান, সম্পাদক, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## তড়িৎকৌশল বিভাগ

### “Prospect of Net-Metered Rooftop Solar in Bangladesh and the Role of Engineers” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Prospect of Net-Metered Rooftop Solar in Bangladesh and the Role of Engineers” শীর্ষক সেমিনার ০৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. মঙ্গলবার, বিকাল ৪:০০ টায়, কাউন্সিল হল, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, আইইবি উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ১৯৭২ সালে ৫০০ মে.ও. বিদ্যুৎ নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা করেছিলেন। বর্তমানে আমরা

২৬০০০ মে.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। তার মধ্যে আমাদের ১৬০০০ মে.ও. বিদ্যুৎ প্রয়োজন হচ্ছে। আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো মোকাবেলা করতে পারলে বাংলাদেশকে বিশ্বের মধ্যে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা কাজ করছেন তারা উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনাগুলো প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবেন। সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলেও আজ বিদ্যুৎ-এর সুযোগ সুবিধা চলে গেছে।

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুল্লাহ মুজিবের জন্মদিন। বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সকল আন্দোলনে সহযোগিতা হিসেবে পাশে ছিলেন। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। আজ সোলার প্যানেল খুবই জনপ্রিয় কিন্তু প্রথম অবস্থায় এটি তেমন জনপ্রিয়তা পায় নি। Net-Metered Rooftop Solar এর প্রচার প্রথম থেকেই প্রয়োজন ছিলো। এটি বিল্ডিং এর ছাদে নির্মাণের করা হলে একদিকে যেমন বিল্ডিং এর মালিক উপকৃত হবেন তেমন বাংলাদেশ উপকৃত হবে।



প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সেমিনারের সভাপতি প্রকৌশলী মো. জুলফিকার আলী

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. কাওসার আমীর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ও প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. রাশেদুল আলম, সহকারী পরিচালক (সোলার), টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)।

অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন, প্রকৌশলী এস. এম. আল-ইমরান, সম্পাদক, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. জুলফিকার আলী, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী কাজী মুশতাক উলাহ, ভাইস চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## যন্ত্রকৌশল বিভাগ

### “HVAC & R Application for mankind- Bangladesh Perspective” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “HVAC & R Application for mankind- Bangladesh Perspective” শীর্ষক সেমিনার ২৭ জুলাই ২০২৩ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গেস্ট অফ অনার ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনশ্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। আজকের সেমিনারের বিষয়টি মূলতঃ মানব কল্যাণে এয়ার কন্ডিশনিং ও রেফ্রিজারেশনের অবদান-বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক এই শিল্পের সম্ভাবনা ও বাঁধার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই শিল্পটি মানব কল্যাণে অপরিহার্য একটি শিল্প। কিন্তু এর অধিকাংশ আইটেমগুলো আমদানী নির্ভর। কাজেই স্থানীয়ভাবে এই শিল্পের আইটেমগুলো কিভাবে উৎপাদন করা যায় সে ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে যে অন্তরায়গুলো আছে সেগুলো দূর করতে হবে। গার্মেন্টস শিল্পের মতো প্রণোদনা প্রদান, ভ্যাট কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই শিল্পটিকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করতে হবে। এতে অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং বেকারত্ব কমবে।



মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক কে ফ্রেস্ট প্রদান করছেন প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর

স্বাগত বক্তব্যে, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মানব কল্যাণে এয়ার কন্ডিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বর্তমান পৃথিবীতে এর ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও এয়ার কন্ডিশন এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এয়ার কন্ডিশনের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি আমদানী নির্ভর। স্থানীয় ভাবে যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। এয়ার কন্ডিশনের যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারলে সকলের জন্য এটি সহজলভ্য হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি ও ইঞ্জিনিয়ার মো. নূর এ আলম, প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট.) ASHRAE Bangladesh Chapter ও ডিএমডি, এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. হাসমতুজ্জামান, এমইপি কনসালটেন্ট এবং ইউটিলিটি প্রফেশনালস। সেমিনারে আলোচক ছিলেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. এহসান, ডীন, যন্ত্রকৌশল অনুসদ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি’র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাশ। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন), চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. মাসুদ রানা ভাইস-চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি।

## টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ

### “Opportunities for manmade fibre (MMF) production in Bangladesh-Technology Challenges and linking Academia” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে “Opportunities for manmade fibre (MMF) production in Bangladesh-Technology Challenges and linking Academia” শীর্ষক সেমিনার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও



মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। তিনি বলেন, জাতীয় রঙানির আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ তৈরি পোশাক থেকে হয়। এই সেক্টরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক তৈরি করতে বর্তমানে কৃত্রিম ফাইবার বেশি ব্যবহার হচ্ছে। বিশ্বে ৭০ শতাংশ কৃত্রিম ফাইবার দিয়ে পোশাক তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা পোশাক তৈরিতে ৩০ শতাংশ কৃত্রিম ফাইবার ও ৭০ শতাংশ প্রাকৃতিক ফাইবার ব্যবহার করছি। কৃত্রিম ফাইবারের বাজার ৭০শতাংশ চীন দখল করেছেন আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নে রিসাইকেল, রিসোর্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট, পলিসি ও ইনসেন্টিভের উপর জোর দিতে হবে। বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে কৃত্রিম ফাইবার দিয়ে পোশাক তৈরি করার আহ্বান জানান।

গেস্ট অব অনার ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোজাফফর হোসেন এমপি, মাননীয় সভাপতি, বিবিটিইএ।

স্বাগত বক্তব্যে, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সেমিনারটি বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল প্রবন্ধকার বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন বলে আশা করি। বর্তমান বিশ্ব বাজারে প্রাকৃতিক তুলার পোশাকের চেয়ে কৃত্রিম পোশাকের চাহিদা বেশি। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাকৃতিক তুলার সাথে কৃত্রিম তুলার পোশাক তৈরিতে জোর দিতে হবে। টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়ন এবং বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনের জন্য টেক্সটাইল শিল্পে প্রণোদনা বৃদ্ধি করতে হবে। আজকের সেমিনার থেকে যে সকল সুপারিশমালা উঠে আসবে তা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি উপস্থিত

সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল শিল্পে বিশ্বের মধ্যে ২য় স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্বের প্রায় প্রতিটা দেশে অনেক চাহিদা রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক ফাইবারের চেয়ে কৃত্রিম ফাইবারের পোশাক বেশি চলছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক ফাইবারের পোশাকের সাথে কৃত্রিম ফাইবারের পোশাক তৈরি বৃদ্ধি করতে হবে। টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্বে ম্যানমেইড ফাইবার দিয়ে পোশাক তৈরি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ম্যানমেইড ফাইবার দিয়ে পোশাক তৈরিতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মূল প্রবন্ধকার যে কয়টি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করেছেন সেগুলো মোকাবেলা করার মাধ্যমে টেক্সটাইল শিল্পকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নের জন্য টেক্সটাইল ক্যাডার প্রয়োজন। টেক্সটাইল ক্যাডার সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবী জানানো হয়েছে আশা করছি এটি বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান, প্রক্টন চেয়ারম্যান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, আইইবি ও অধ্যা. ড. শাহ আলিমুজ্জামান বেলাল, ভাইস-চ্যান্সেলর, বুটেক্স। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন শায়ক, সহকারী অধ্যাপক, বুটেক্স।

সেমিনারে আলোচক ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার শাফিকুর রহমান, CIP, President, ITET উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্বে পোশাক শিল্পের নেতিবাচক প্রভাবের সময়ে আজকের সেমিনারটি সময় উপযোগী। বিশ্বের মধ্যে ৭০ শতাংশ কৃত্রিম ফাইবার, ২৮ শতাংশ প্রাকৃতিক ফাইবার ও ২ শতাংশ অন্যান্য ফাইবার দিয়ে পোশাক তৈরি হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে Sustainable পোশাক তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পে কৃত্রিম ফাইবার দিয়ে পোশাক তৈরিতে সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার আহ্বান করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদ হোসাইন, চেয়ারম্যান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. জিয়াউর রহমান মকুল, ভাইস-চেয়ারম্যান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আইইবি।



## আইইবি মহিলা কমিটি

### ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

১৫ জুলাই ২০২৩ খ্রি. শনিবার বিকাল ০৪.০০টায় সেমিনার হলে আইইবি মহিলা কমিটির ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটছেন অতিথিবৃন্দ ও মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দ

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। উক্ত অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আসমা মঞ্জু, সদস্য সচিব, আইইবি মহিলা কমিটি। অনুষ্ঠানে সভাপতি করেন ইয়াসমিন রহমান, চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইবি মহিলা কমিটির নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

### জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে ১৯ আগস্ট, ২০২৩খ্রি. “স্মরণ সভা ও দোয়া-মাহিফল”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ও ১৫ আগস্টে সকল শহীদদের স্মরণে আইইবি মহিলা কমিটির উদ্যোগে ১৯ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি, শনিবার, বিকাল ০৪:৩০ মিনিটে আইইবি সদর দফতরস্থ শহীদ প্রকৌশলী ভবনের ৩য় তলার ইআরসি কনফারেন্স হলে “স্মরণ সভা ও দোয়া-মাহিফল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত “স্মরণ সভা ও দোয়া-মাহিফল”-এর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইয়াসমিন রহমান, চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হোসনে আরা আজাদ, উপদেষ্টা ও প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। এছাড়াও আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার ফারাহ জেবা, মাকসুদা



দোয়া-মাহিফল অনুষ্ঠানে মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দ

আহমেদ চাঁদনী, উরনি ইসলাম, কো-চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি, নীলা হাফিজ, কনভেনার, বিনোদন উপ-কমিটি, নীপা রহমান, কনভেনার, শিক্ষা উপ-কমিটি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পারভীন সুলতান, কো-চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। উক্ত অনুষ্ঠানের কনভেনার শামীমা নাসরিন রানি, ধর্ম বিষয়ক উপ-কমিটি। সঞ্চালনায় হাসিনা পারভীন হক, ধর্ম বিষয়ক উপ-কমিটি। আলোচকবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ও ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। ১৫ আগস্টে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যারা জরিত ছিলেন তাদের বিচার করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন

## আইইবি ঢাকা কেন্দ্র

### 5 days Practitioners Certificate Course on PPR & DP Funded Procurements (Batch-06) প্রশিক্ষণ আয়োজন :

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০২ সেপ্টেম্বর থেকে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে “5 days Practitioners Certificate Course on PPR & DP Funded Procurements (Batch-06)” এর উপর ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী



ট্রেনিং সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেনার হিসেবে ছিলেন Engr. Md. Abdul Aziz MCIPS, National Trainer CPTU & Procurement Consultant, BSMSN (Pride), WB, BEZA, PM Office, Engr. Monir Siddiquee FCIPS, National Trainer & Procurement Consultant, DLS, Engr. Ajay Kumar Chakrabarty, Addl. Secretary of GOB, National Trainer, CPTU & Executive Director, PGCB, Engr. Golam Yazdani MCIPS, Procurement Specialist & XEN, LGED, Engr. Partha Pradip Sarkar MCIPS, National Trainer & DPD, DLS, Engr. Tarafder Abu Mahmud, Honorary Faculty Member, NIGP USA & Former Faculty Member, ESCB, IEB, Mr. Faruque Hossain, Former Secretary of GOB, Former DG, CPTU, National Trainer, Procurement Advisor/Consultant:WB, ADB, USAID, LMAP, JF, Petrobrangla.

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ থেকে ০৫ জন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স) থেকে ৫ জন, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) থেকে ০৩ জন এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিএফএল) থেকে ০২ জন মোট ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী



স্থির চিত্রে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

ট্রেনিং সমাপ্তির শেষ দিন Closing Ceremony অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র ও মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

## আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও সাভার উপকেন্দ্রের মত বিনিময় সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির সাথে সাভার উপকেন্দ্রের মত বিনিময় সভায় ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি., সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে, সাভার গলফ ক্লাব, নবীনগর, আশুলিয়া, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, চেয়ারম্যান, আইইবি, সাভার উপকেন্দ্র ও প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি, সাভার উপকেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী আল মামুন।



সাভার উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের অতিথিবৃন্দ

## চট্টগ্রাম কেন্দ্র

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট, ২০২৩খ্রি. সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে সকল কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা (অর্ধনমিত) উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, খতমে কোরআন, দোয়া মাহফিল, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর উপর লিখিত কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভা।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর অনুপম সেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম. এ. সালাম। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ডএসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী খুরশেদ উদ্দিন আহমেদ বাদল, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম ও প্রকৌশলী সাঈদ ইকবাল পারভেজ এবং ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সুভাষ চক্রবর্তী, সিনিয়র প্রকৌশলী মো. তোফাজ্জল আহমেদ, প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডক্টর অনুপম সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, তিনি সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। তাঁর সময় কৃষি ও শিল্পে অনবদ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছিল। তিনি বলেন,



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর অনুপম সেন। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার একটানা পনের বছর দেশ পরিচালনায় আজ স্বনির্ভর হয়েছে এবং তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের মডেলে পরিণত করেছেন। তিনি বলেন, শোককে শক্তিতে পরিণত করে মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। তিনি পাকিস্তান আমলের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, বাঙালি জাতির অধিকার অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং তার ফলশ্রুতিতে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে এম এ সালাম বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে তার জাতিসত্তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। নতুন জেনারেশন যেন বিভ্রান্ত না হয় এ লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসের সঠিক তথ্য এ প্রজন্মকে জানাতে হবে। তিনি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে শেষ করা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকৌশলী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির নিজস্ব নেতৃত্বে দেশ শাসনের অধিকার অর্জন করে।

সবশেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

### “Danieli Global Partner in the Metal Industry and latest technology in long products” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে Danieli Global Partner in the Metal Industry and latest technology in

long products শীর্ষক সেমিনার ২৮ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে বিএসআরএম এর চীফ অপারেটিং অফিসার প্রকৌশলী হাসান জাফর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ড্যানিয়েলি ইন্ডিয়া লি. এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী অগাস্টো ফেরো সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যানিয়েলি কর্পোরেশন ইন্ডিয়া লি. এর বিজিনেস ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ এর মিস্টার গন বিদেশ। কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার উপ-কমিটির সদস্য-সচিব ড. প্রকৌশলী আবু সাদাত মো. সায়েম মূল প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন।



সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন ড্যানিয়েলি ইন্ডিয়া লি. এর হেড অফ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকৌশলী অগাস্টো ফেরো।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন ও প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, কাউন্সিল ও ইআরসির সদস্যবৃন্দ, সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি ও বিএসআরএম, কেএসআরএম, জিপিএইচ ইম্পাত, আবুল খায়ের স্টীলসহ বিভিন্ন ইম্পাত উৎপাদনকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী এবং চুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীসহ দূশোর অধিক প্রকৌশলী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে ড্যানিয়েলি ইন্ডিয়া লি. এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী অগাস্টো ফেরো বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে ধাতব শিল্পে দীর্ঘ পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তির অন্যতম গর্বিত অংশীদারিত্ব হিসেবে গ্লোবাল ড্যানিয়েলি লি. বিভিন্ন উদ্ভাবনী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ধাতব ও ভারী স্টীল শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় হ্রাস করে স্টীল খাতের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে। তিনি টেকসই ধাতব শিল্পের

পরিবেশ বান্ধব, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দক্ষতা বাড়াতে ড্যানিয়েলি লি. বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তিসমূহ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রকৌশলী হাসান জাফর চৌধুরী বলেন, নবীন শিক্ষার্থীরা যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি, গ্রীণ টেকনোলজি ও সেফটি, এই তিনটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে পারলে নতুন কর্মক্ষেত্রে সাফল্য করবে। দেশের স্টীল মিলস, রিরোলিং মিলস এ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুণগতমান সম্পন্ন কাঁচামাল ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। তিনি ভারী শিল্পে ডিজিটাইজেশন ও গ্রীণ প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও দক্ষতা বাড়াতে অবকাঠামো নির্মাণে গুণগতমান এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দীর্ঘ পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতন হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ. রশীদ বলেন, বিশ্বে প্রতি বছরই প্রতিনিয়ত ইম্পাত খাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে তিনি প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার জন্য নয় বরং বিশ্বের ভারী শিল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি ও আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে প্রকৌশলীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এই ধরনের সেমিনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, মূল প্রবন্ধকার ও রিসোর্স পার্সনকে পুষ্পস্তবক এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

## চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার মাস্টারপ্ল্যানের উপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩খ্রি. কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার মাস্টারপ্ল্যান (২০২০-২০৪১) প্রণয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের উপর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এতে সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সিডিএর উপ-প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. আবু ঈসা আনছারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পের টিম লিডার

ড. আহসানুল কবীর ও ডেপুটি টিম লিডার ড. মো. নুরুল হাসান পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। চুয়েটের প্রাক্তন উপাচার্য ও রুয়েটের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (জুমের মাধ্যমে), চুয়েটের প্রাক্তন উপাচার্য ও সার্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ বি এম এ বাসেত ও প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, চুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আয়েশা আক্তার, চুয়েটের ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জি এম সাদিকুল ইসলাম প্রকল্পের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মহাপরিকল্পনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শসহ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী, পিডিবি, বিটিসিএল, কেজিডিসিএল, এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ কেন্দ্রের সিনিয়র প্রকৌশলী এবং কাউন্সিল সদস্যরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।



আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত মাস্টারপ্ল্যানের উপর মতবিনিময় সভায় উপস্থিত প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ।

বক্তরা বলেন, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করায় শুধু প্রয়োজন নয়, বরং এর সফল বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। তাঁরা বলেন, টানেলের মুখে সম্ভাব্য যানজট নিরসনে উদ্যোগ নেয়া উচিত। তাঁরা বলেন, নগরের পরিধি বৃদ্ধি করার আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্তমান নাগরিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিক এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা যেতে পারে। তাঁরা আরো বলেন, সিডিএকে প্রকৌশলী প্রাধান্যভিত্তিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা না হলে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নয় বরং জনগণের চাহিদা ভিত্তিক

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। তিনি বলেন, ১৯৯৫ সালে প্রণীত মাস্টারপ্ল্যান সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বিধায় আজ চট্টগ্রাম শহর যানজট ও জলাবদ্ধতাসহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। তিনি আলোচনার জন্য প্রণীত স্টেক হোল্ডারদের তালিকায় কেডিসিএল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং চুয়েটের আরো প্রতিনিধি সংযুক্ত করার পরামর্শ দেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের আগে এই ধরনের মতবিনিময় সভার প্রয়োজন অনুভব করায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও সিডিএ এর প্রতি ধন্যবাদ জানান।

## আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩খ্রি. সন্ধ্যায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী হিসেবে চট্টগ্রামের উদীয়মান তরুণ সঙ্গীত শিল্পী অপু দে ও তন্দ্রা সিংহ মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।



সঙ্গীতানুষ্ঠানের একাংশ

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী ও ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন ও প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে ও প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিকসহ কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ এবং প্রকৌশলী ও প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## “Performance of Road and its Maintenance” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে “Performance of Road and its Maintenance” শীর্ষক সেমিনার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩খ্রি. সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ভারপ্রাপ্ত সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী শেখ রাবিব তৌহিদুল ইসলাম, পিইঞ্জ. এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ. প্রধান অতিথি এবং প্রকৌশলী মো. আতাউর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রকৌশলী মো. আবদুস সালাম মোল্ল্যা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)’র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী স্বপন কুমার পালিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।



আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন চুয়েটের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী স্বপন কুমার পালিত।

কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কারিগরি আলোচনা ও সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন আহমেদ, পিইঞ্জ. শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী অসীম সেন মূল প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, কাউন্সিল সদস্য ও প্রকৌশলী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী স্বপন কুমার পালিত বলেন, ঘনবসতি ও দুর্যোগপূর্ণ এদেশে সড়ক বা রাস্তা মানুষের অন্যতম দৈনন্দিন নিত্যসঙ্গী। সড়ক পরিবহন ছাড়া অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল। সড়ক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা

রেল পথ, আকাশ পথ ও নৌপথের সাথে অন্যতম নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার লক্ষ্যে এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্য নির্বিঘ্নে করার উদ্দেশ্যে দেশের সকল রাস্তা বা সড়ক টেকসই ও দীর্ঘ স্থায়ী করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দক্ষতার সাথে নক্সা প্রণয়ন, যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে উপকরণ নির্ধারণ করে এবং অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হলে ব্যয় অনেক কমে যাবে। তিনি উন্নত টেকসই, দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সড়ক নির্মাণের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত সকল বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অতিথিরা বলেন, ভূ প্রকৃতির গঠনের কারণে বাংলাদেশের মাটি নরম ও দুর্বল হওয়ায় এবং রাস্তা সম্প্রসারণে জমি অধিগ্রহণের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সড়ক নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে যুক্তিসঙ্গত কারণে সড়ক নির্মাণ ব্যয় বেশী হয়। তাঁরা দেশের তাপমাত্রার সাথে উপযোগী বিটুমিন আমদানির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ. বলেন, দেশে দিন দিন রাস্তা নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রাস্তা উন্নত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ ও সড়ক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন এবং জনগণ তার সুফল ভোগ করছে। দেশে জনসংখ্যা বেশী, কর্মমুখী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ রাস্তার পাশে বাড়ী নির্মাণ করছে ও দৈনন্দিন রাস্তার উপর চাপ বেশী হচ্ছে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। তিনি রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও টেকসই করার লক্ষ্যে নির্মিত রাস্তা যথাযথ নজরদারী ও যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। তিনি কার্যকর সড়ক পরিবহন নীতিমালা প্রণয়ন করা ও নীতি নির্ধারণী কাজে প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি সড়ক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিয়মনীতি মানার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মো. আতাউর রহমান বলেন, বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে উন্নতমানের পদ্ধতিতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের সকল হাইওয়েসমূহকে এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং মান সম্পন্ন মালামাল নিশ্চিত করার জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন

করা হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সালাম মোল্যা বলেন, বাংলাদেশের সড়কগুলো স্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য ফ্ল্যাড ওয়াটার হাইটের উপরে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এরফলে আশেপাশের বসতিগুলো নিম্নাঞ্চলে পরিণত হয়ে জনগণের অসুবিধা হবে বিধায় তা করা সম্ভব হয় না। তাই বৃষ্টি ও বন্যার পানির কারণে রাস্তা অল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিভিন্ন রাস্তাসমূহের সংস্কার কাজ করে থাকে। সড়ক মেরামত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা কখনো পাওয়া যায় না। যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখার জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংস্কার কাজ সারতে হয় বিধায় প্রকৃত গুণগতমানে সংস্কার করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। রশীদ বলেন, দেশে আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে। তিনি সড়ক নির্মাণে গুণগতমান সম্পন্ন উপকরণ ব্যবহারসহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রকৌশলীদের অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, সিনিয়র প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, প্রকৌশলী তোফাজ্জল আহমেদ, ড. প্রকৌশলী আবু সাদাত মো. সায়েম, প্রকৌশলী রূপক বড়ুয়া, প্রকৌশলী জুলফিকার আলী, প্রকৌশলী বিপ্লব কুমার দাশ, প্রকৌশলী ইউসুফ শাহ সাজু ও প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদের ও মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়।

## গাজীপুর কেন্দ্র

### জাতীয় শোক দিবস পালন

সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল, ছিল না চাঁদ ভোরের আলোয় তোমার রক্ত মুছে গেল সমুদ্র সমতল। ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে গাজীপুর কেন্দ্রের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য (ডুয়েট), গাজীপুর ও ড. প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক গাজীপুর কেন্দ্র। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রকৌশলীবৃন্দ।



শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন গাজীপুর কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

## যশোর কেন্দ্র

### জাতীয় শোক দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. জাতীয় শোক দিবস ও ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৭৫ সালের এদিনে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে কতিপয় বিপথগামী সেনাবাহিনীর চক্র নির্মমভাবে হত্যা করে।

পশ্চিম জার্মানিতে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা অবস্থান করায় তারা প্রাণে বেঁচে যায়। ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেলকেও তারা রেহাই দেয়নি। এ উপলক্ষে আইইবি যশোর কেন্দ্রে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও শোকের প্রতিক কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। রক্তেভেজা ১৫ আগস্ট শহীদদের স্মরণে সকাল ৮.০১ মিনিটে প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ড. প্রকৌশলী এ. এস. এম. মুজাহিদুল হক এর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে সকাল ৯.০০-১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত “জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু” শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন প্রকৌশলী এস.এম. নূরুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), প্রকৌশলী আহমদ শরীফ সজীব, ভাইস চেয়ারম্যান (প্র. পি এন্ড এস ডব্লিউ), প্রকৌশলী মো. আবুল কালম আজাদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, ড. প্রকৌশলী এ. এস. এম.



শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন যশোর কেন্দ্রের নেতৃত্বদ

মুজাহিদুল হক, সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. ইখতিয়ার উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকোলি সার্কেল যশোর, প্রকৌশলী পরেশ চন্দ্র মন্ডল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিআরইবি সার্কেল যশোর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী এস.এম. শরিফ হাসান, প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন, প্রকৌশলী ফারজানা রহমান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী এ. কে. এম. মমিনুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী রাজেশ কুমার চন্দ্র, প্রকৌশলী মো. রওশন আলী, প্রকৌশলী এস.এম নূর ই আলম, প্রকৌশলী মো. শামসুজ্জাহা কিরণ, প্রকৌশলী কাজী আব্দুল আজিজ, প্রকৌশলী প্রত্যাশা চাকমা প্রমুখ।

আলোচনা সভায় প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যশোর কেন্দ্রের সমস্ত প্রকৌশলী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সুখি, সমৃদ্ধশালি, ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নয়নের মহাসড়কে আনার ও স্মার্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মো. আশরাফ আলী, পেশ ইমাম, সওজ মসজিদ, যশোর। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ড. প্রকৌশলী এ.এস.এম. মুজাহিদুল হক। সবশেষে আপ্যায়নের মাধ্যমে সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

৬ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. বিকেল ৫.২০ মিনিটে আইইবি যশোর কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ড. প্রকৌশলী এ. এস. এম. মুজাহিদুল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর, প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। ওজোপাডিকোলি যশোরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবসর) প্রকৌশলী মো. ইখতিয়ার উদ্দিন ও আঞ্চলিক মেরামত কারখানা (ওজোপাডিকোলি) প্রকৌশলী কাজী আব্দুল আজিজ, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোরকে বিদায় এবং প্রকৌশলী অমূল্য কুমার সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সদ্য যোগদানকৃত), ওজোপাডিকোলি, যশোর এবং প্রকৌশলী মো. এনামুল হক, এজিএম (এমএস), পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি-১ যশোরকে বরণ করা হয়।



বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ও মঞ্চে সভাপতি ও বিদায় ও বরণ প্রকৌশলীবৃন্দ

এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- প্রকৌশলী এস. এম. নূরুল ইসলাম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচ আরডি), প্রকৌশলী আহমদ শরীফ সজীব, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পি এন্ড এসডব্লিউ), প্রকৌশলী পরেশ চন্দ্র মন্ডল, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. আহাদুজ্জামান মুধা, প্রকৌশলী জি এম মাহমুদ প্রধান, প্রকৌশলী মো. আসিফউল্লাহ চৌধুরী, প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়া, প্রকৌশলী শান্ত মজুমদার, প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক চৌধুরী, প্রকৌশলী মো. শামসুজ্জাহা কিরণ, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, নাজমুল শাকিল প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন ৮ নভেম্বর আইডিবি এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আছে। তাদের আমন্ত্রণ পেয়েছি। আইইবির যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান আমাকে নিজ হতে দাওয়াত দিয়েছেন। আপনাদের এ সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আজকে জানতে পারলাম



আইইবি একটি ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাজীবী সংগঠন। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আপনাদের সংগঠন সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাকে নিমন্ত্রণ করায় আইইবি যশোর কেন্দ্রের এ সুন্দর পরিবেশ দেখে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আমাকে ডাকলেই আমি বার বার আসব। মো. ইখতিয়ার উদ্দিন ভাই ও আজিজ ভাই আমার খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। উনাদের ওজোপাড়িকোলি পুরাতন অফিস আমার রেলগেটের ভবনের তিন তলায় ছিল। মো. মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব আছেন বলে এ ধরনের একটি বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে। উনি খুব সমাজিককর্মী। আর কোনো আলোচনা না থাকায় যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান সকলকে আপ্যায়ন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## খুলনা কেন্দ্র

### আইইবি-খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি-২০২৩ পালিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে আইইবি-খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৯ জুলাই ২০২৩ খ্রি. বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় সোনাডাঙ্গা ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ, ভেষজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি-২০২৩ পালন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আইইবি খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সোবহান মিয়া, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ পিইঞ্জি. ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় “গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি” কে সামনে রেখে বৃক্ষরোপন করা হয়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয় প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান ও প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, কাউন্সিল সদস্য ড. প্রকৌশলী মো. জুলফিকার হোসেন, ড. প্রকৌশলী মো. রাফিজুল ইসলাম, প্রকৌশলী আসিফ রুবায়েত হোসেন, প্রকৌশলী শেখ মারুফুল হক, সহ খুলনা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

### আইইবি-খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে মৎস্য অবমুক্তকরণ কর্মসূচি-২০২৩ পালিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩১ জুলাই-২০২৩ খ্রি. সকাল ১০:৩০ মি. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় মাঠ সংলগ্ন পুকুরে (খানজাহান আলী হলের সম্মুখে) মৎস্য অবমুক্তকরণ কর্মসূচি-২০২৩ পালন করা হয়েছে।



মৎস্য অবমুক্তকরণ করছেন আইইবি খুলনা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আইইবি-খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সোবহান মিয়া, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মিহির রঞ্জন হালদার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব জয়দেব পাল, এবং সঞ্চলনায় ছিলেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় “নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ” কে সামনে রেখে মৎস্য অবমুক্তকরণ করা হয়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয় প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান ও প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, কাউন্সিল সদস্য ড. প্রকৌশলী মো. জুলফিকার হোসেন, ড. প্রকৌশলী মো. রাফিজুল ইসলাম, প্রকৌশলী আসিফ রুবায়েত হোসেন, প্রকৌশলী শেখ মারুফুল হক, সহ খুলনা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

## আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্র

### আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের ২০২৩ - ২০২৫ মেয়াদের নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান

২৮ জুলাই, ২০২৩ খ্রি., শুক্রবার, সকাল ১০ টায়, টাঙ্গাইলের একটি স্বনামধন্য হোটেলে আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ) এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন গত মেয়াদের আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও ঢাকা কেন্দ্রের নব নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. ইকবাল মাহমুদ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আইইবি টাঙ্গাইল উপকেন্দ্রের ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে প্রকৌশলী খন্দকার সাঈদ আল খালিদ এবং সম্পাদক হিসেবে প্রকৌশলী সাধন চন্দ্র ধর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড টাঙ্গাইল, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লি., গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য

ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশলীদের ভূমিকা তুলে ধরেন। নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

## কৃতি প্রকৌশলী



### প্রকৌশলী এস. এম. শামসুদ্দিন খালেদ নাসার আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে প্রবন্ধ উপস্থাপন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র বিমান চালনা বিদ্যা ও মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থা (নাসা)'র উদ্যোগে ২১-২৩ আগস্ট ২০২৩খ্রি. থার্মাল এন্ড ফ্লুইড এনালাইসিস ওয়ার্কশপে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এতে বিভিন্ন দেশের ২৩জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ভার্চুয়ালি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। চট্টগ্রামের গর্বিত সন্তান ও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আজীবন সদস্য প্রকৌশলী এস.এম. শামসুদ্দিন খালেদ ক্রায়োজেনিক সেশনে “Analytical Evaluation of Advanced Cryogenic Fluid Management (CFM) Technology Development Tool for NASA's Exploration Vision” এবং একটি থার্মাল সেশনে “Analysis, Design, Implementation and Testing of Mechanically Pumped Fluid Loops (MPFL) for Spacecraft Thermal Control System” শীর্ষক ওয়ার্কশপে ২২ ও ২৩ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. (নাসা)'র গ্লেন রিসার্চ সেন্টারে প্রবন্ধ উপস্থাপনের গৌরব অর্জন করেছেন।

# Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-223354144

E-mail: info@esc-bd.org, escb@esc-bd.org; web: www.esc-bd.org (for more detail)

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects		
SI No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	21
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Fire Fighting System (FFS), Fire Detection System (FDS) & Fire Safety Assessment (FSA)	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	24
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	24
11	Training Course on IoT & Embedded System	30
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programming of PLC for Industrial Automation, Maintenance and Troubleshooting of PLC System	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (Latest Version)	24
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Training Course on Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	12
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	9
22	FIDIC Training on Construction and Design-build (WB, ADB & JICA editions) and EPCT Contract	12

Training on Computer and IT Related Subjects		
SI No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance & Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	Tekly Software for Civil Engineers	40
6	AutoCAD (2D) & (3D)	40+24
7	3D Studio MAX + Photoshop	70
8	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
9	Photoshop+Illustrator	36
10	REVID Architecture	63
11	Computer Ethical Hacking	40
12	Forensic Investigation of Computer Hacking	50
13	Geographic Information System (GIS)	48
14	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৪৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩খ্রি.



**THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH**

**ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ**

সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০